চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 July 2019 ■ আগরতলা, ২৩ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## চাঁদে পাড়ি দিল চন্দ্রযান-২,শুভেচ্ছায় ভাসল ইসরো

**শ্রীহরিকোটা, ২২ জুলাই।।** দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান। সোমবার চাঁদের উদ্দেশ্যে সফল উৎক্ষেপণ হল চন্দ্রযান-২। ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। অভিনন্দন জানানো হয়েছে গোয়া বিধানসভার তরফ থেকেও। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। অন্যদিকে এই সাফল্যের জন্য জওহরলাল নেহেরুর প্রশংসা করার জন্য কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছিল রবিবার সন্ধ্যা ৬.৪৩ মিনিট থেকেই, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল সোমবার দুপুর ২.৪৩ মিনিটে। ঘড়ির কাঁটায় দুপুর ২.৪৩ মিনিট, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে জিএসএলভি এমকে-থ্রি-এম ওয়ান (বাহুবলী : জিএসএলভি মার্ক থ্রি রকেট) রকেটের পিঠে চেপে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ভারতের চন্দ্রযান-২উ তৈরি হল ইতিহাস! চন্দ্রযান-২ মিশনের ৪৮ তম দিনে, (চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে গড় দূরত্ব ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার) চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখবে বিক্রম ল্যান্ডার। শ্রীহরিকোটার লঞ্চপ্যাড থেকে ৪৩.৪৩ মিটার লম্বা, ৬৪০ টন ওজনের জিএসএলভি মার্ক থ্রি রকেট (বাহুবলী) চন্দ্রযান-২-কে নিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। ক্রমে পৃথিবী থেকে দূরে সরে চাঁদের আওতায় চলে যাবে চন্দ্রযান-২। একবার চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের আওতায় চলে গেলে অরবাইটার সমেত 'বিক্রম' ল্যান্ডার চাঁদের কক্ষপথে ঢুকে পড়বে। বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ল্যান্ডিংয়ের পর চাঁদের মাটিতে বেরিয়ে আসবে রোভার 'প্রজ্ঞান' (১,৪৭১ কিলোগ্রাম ওজন)উ ৫০০ মিটার এলাকা ঘুরে জল-মাটি সম্পর্কে তথ্য পাঠাবে রোভার 'প্রজ্ঞান'।

ইসরোর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে কে সিবণ বলেছেন, 'আমি মনে করি, এই মিশনের পর মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের পতাকা আরও উঁচুতে উড়বে। আমি নিজেও ভীষণ খুশিউ আবারও সবাইকে অভিনন্দন জানাতে চাই।' ইসরোর প্রধান আরও বলেছেন, 'আমি মনে করি ইসরোর বিজ্ঞানীরা পুরো মিশনই সফল করবেন। তবে আমাদের মিশন এখনও শেষ হয়নি, বরং শুরু হল বলা যায়। শুধু ইসরো বা ভারত নয়, গোটা বিশ্বের মহাকাশ বিজ্ঞানীরাই এই মিশনের সাফল্যের কামনা করেছেন।তাই সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।' গত ১৫ জুলাইয়ের প্রযুক্তিগত ত্রুটি প্রসঙ্গে কে সিবণ বলেছেন, 'আমরা প্রযুক্তিগত ত্রুটির সম্মুখীন হয়েছিলাম। ত্রুটি ধরা পরার পর কঠোর পরিশ্রম করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেই সমস্যা কাটিয়ে উৎক্ষেপণ হল চন্দ্রযান-২-এর।'

গত ১৫ জুলাই ভোররাত ২.৫১ মিনিট নাগাদ উৎক্ষেপণের ঠিক ৫৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড আগে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে স্থগিত রাখা হয়েছিল চন্দ্রযান-২-এর অভিযান। চন্দ্রযান-২-এর বাহন জিএসএলভি মার্ক থ্রি ওরফে বাহুবলী রকেটের ক্রায়োজনিক জ্বালানির ট্যাঙ্কে ত্রুটি দেখা দিয়েছি। এরপর সময় নষ্ট না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ভেঙে ছারখার হচ্ছে আইপিএফটি, দিশেহারা হয়ে বিধানসভায় আলাদা আসনের আর্জি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।।** আইপিএফটি-তে বড়সড় ভাঙনের আশঙ্কায় বিধানসভায় আলাদা বসার জায়গা চেয়ে অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়েছেন দলের সভাপতি তথা রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা। এতে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, দলে ভাঙনের চিন্তায় শীর্ষ নেতৃত্ব দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তবে, এ-বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতিমোহন দাস।

সূত্রের খবর, আইপএফটি-র কয়েকজন বিধায়ক ক্রমাগত বিজেপি-র সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এমনিতেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আইপিএফটি ভেঙে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। কারণ দলে দলে সমর্থকরা বিজেপি-তে যোগ দিচ্ছেন।

সূত্র বলেছে, দিন-পাঁচেক আগে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতিমোহন দাসের কাছে আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্বমন্ত্রী চিঠি দিয়ে বিধানসভায় আলাদা বসার আসন বরাদ্দ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। বর্তমানে বিজেপি-আইপিএফটি জোটবদ্ধ হয়ে বিধানসভায় আসন পেয়েছে। তাতে, বিজেপি এবং আইপিএফটি সদস্যদের আলাদা বসার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাছাড়া, জোট সরকারের প্রথা অনুযায়ী বিধানসভায় আসন বরাদ্দ করা হয়েছে দুই দলের সদস্যদের। সূত্রের খবর, বিধানসভার অধ্যক্ষ ওই চিঠি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রদেশ সভাপতি বিপ্লবকুমার দেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কারণ, দলগতভাবেও এ-বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু, এখন আইপিএফটি বিধানসভায় বিজেপি-র সাথে বসতে চাইছে না। আলাদাভাবে তাঁদের ৮ জন সদস্য বসতে চাইছেন বলে সূত্রের খবর। কিন্তু, এই সিদ্ধান্তের পেছনেও নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে বলে দাবি সূত্রের। খবর, আইপিএফটি-র কয়েকজন বিধায়ক ক্রমাগত বিজেপি-র সাথে যোগাযোগ রাখছেন। দলত্যাগ বিরোধী আইন এড়িয়ে তাঁরা বিজেপি-তে যোগ দিতে চাইছেন। কিন্তু, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধায়ক একত্রিত হচ্ছেন না, তাই আইপিএফটি-র বিধায়করা বিজেপি-তে যোগ দিতে পারছেন না।

সূত্রের বক্তব্য, বিধায়কদের গতিবিধি সম্পর্কে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কিন্তু, দলবিরোধী কাজের জন্য তাঁদের বহিষ্কার করতে পারছে না আইপিএফটি। তাই, বিকল্প পন্থা হিসেবে বিধানসভায় আলাদাভাবে বসার মাধ্যমে বিধায়কদের উপর চাপ তৈরি করতে চাইছে আইপিএফটি, মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এই বিষয়ে আইপিএফটির সভাপতি এন সি দেববর্মার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি এড়িয়ে যান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার চাঁদের উদ্দেশ্যে সফল উৎক্ষেপণ হল চন্দ্রযান-২। ছবি-পিআইবি

## বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনে বাধ্যতামূলক পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রাখা, নির্দেশ হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।।** বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে পার্কিংয়ের সুবিধা রাখা বাধ্যতামূলক। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ জারি করেছে। সাথে, দুই সপ্তাহের মধ্যে দ্দত্র সরকারের মুখ্য সচিবকে নিজের বক্তব্য হলফনামায় দিতে বলেছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মার্চে ত্রিপুরা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দাখিল করেন জনৈক কৌশিক নাথ। ওই মামলায় শহর আগরতলায় পার্কিং ও হকার সমস্যা, মিটার অটো রিকশা চালু, যান চালকদের পরিচয়পত্র প্রদান ইত্যাদি বিষয় ছিল। সম্প্রতি ত্রিপুরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় শুনানিতে অন্তর্বর্তী আদেশে হকার উচ্ছেদে ব্যবস্থা নিতে আগরতলা পুর নিগমকে নির্দেশ দিয়েছিল। আজ বিল্ডিং রুলস ২০১৭ মোতাবেক অনুমোদন দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার এবং পুর নিগমকে নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট।

আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে পার্কিংয়ের সুবিধা থাকা বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশ জারি করেছে। মুখ্য বিচারপতি বলেছেন, ত্রিপুরা বিল্ডিং রুলস ২০১৭ মোতাবেক ৭০ স্কোয়ার মিটারের বেশি জায়গায় বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে পার্কিংয়ের সুবিধা রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে সেই রুলস সংশোধন করেছে ত্রিপুরা সরকার। কিন্তু, এখন থেকে রাজ্য সরকারের কোনও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সন্তানের হাতে মার খেয়ে অপমানে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মঘাতী হলেন বাবা-মা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।।** সন্তানের হাতে মার খেয়ে অপমানে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মঘাতী হলেন বাবা-মা। পূর্ব আগরতলা থানাধীন পশ্চিম চাম্পামুড়ার পূর্ব আড়ালিয়ায় এই ঘটনায় সোমবার সাতসকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতদেহের পাশে রক্তের ছাপ দেখে স্থানীয় জনগণ ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি হত্যা, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

পূর্ব আগরতলা থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে খবর পেয়ে এসে দেখি বাড়ির বারান্দায় যতীন্দ্র দাস (৬২) ও তাঁর স্ত্রী শিখা দাস (৫১) ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরেন্সিক টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তিনি জানান, মৃতদেহ উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিকে, ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি হত্যা এ-বিষয়ে ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর বলা সম্ভব বলে ওই পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন।

মৃত দম্পতির ছেলে দেবাশিস দাস জানান, সকালে বাড়ি ফিরে বাবা-মা আত্মহত্যা করেছেন জানতে পেরেছি। কিন্তু, তার বাবা-মা কেন আত্মহত্যা করেছেন তা তিনি কিছুই বলতে পারছেন না।

এদিকে, প্রতিবেশীদের বক্তব্য, পেশায় গাড়িচালক দেবাশিস তার বাবা-মা'কে প্রায়ই মারধর করতেন। গতকাল রাতেও একইভাবে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে জিনিসপত্র ভাঙচুর করছিলেন এবং বাবা-মা'কে মারধরও করেছেন। তাই, তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তার বাবা-মা। প্রতিবেশীদের ধারণা, সন্তানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আগরতলা-দিল্লীর মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা শুরু ১৪ আগষ্ট থেকে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই ।।** রাজ্যের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হল। এখন থেকে আগরতলা দিল্লীর মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল করবে। অন্যদিকে ত্রিপুরার চা বাংলাদেশে রপ্তানীর বিষয়টি লোকসভায় উত্থাপিত হয়েছে। লোকসভার চলতি অধিবেশনে রাজ্যের বিমান পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং বিমানের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে দাবী উত্থাপন করেছিলেন রাজ্যের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এই ইস্যুতে তিনি কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন রাষ্ট্রমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন।

দাবী অনুযায়ী আগামী ১৪ই আগস্ট থেকে আগরতলা দিল্লীর মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা শুরু করতে চলছে ইন্ডিগো। দুপুর পৌনে দুটার বিমানটি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর থেকে আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। বিকাল ৪টা ২০ মিনিটে বিমানটি এইখানে অবতরন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ আরটিআই সংশোধনী বিল

**নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই।।** বিরোধীদের অসম্মতির মধ্যেই সোমবার সংসদের দুই কক্ষেই পাশ হয়ে গেল আরটিআই সংশোধনী বিল (রাইট টু ইনফরমেশন- অ্যামেন্ডমেন্ট বিল)। যদিও এই বিল নিয়ে আরও চিন্তাভাবনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি তুলেছে লোকসভার বিরোধীদের বেঞ্চ। তবে রাজ্যসভায় সমর্থন পেয়েছে বিলটি। এই বিলে প্রস্তাবিত সংশোধনীর মধ্যে রয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রের তথ্য কমিশনারের বেতন ও মেয়াদ।

তাঁদের বেতনও নির্ধারণ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। তথ্য কমিশনারের বেতন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সমান। এর আগে এই সংশোধনী বিল নিয়ে এদিন দিল্লির রাস্তায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, এর ফলে তথ্য জানানোর আইন লঘু হয়ে যাবে।

এদিন বিকেলে সংসদের দুই কক্ষেই সদস্যদের ভোটাভুটির মধ্য দিয়ে পাশ হয়ে যায় আরটিআই (সংশোধনী) বিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দুরন্ত গতিতে বাইক চালানোর দৃশ্য ফেসবুক লাইভ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল যুবকের, গুরুতর আহত আরও এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, জলেফা, ২২ জুলাই।।** দুরন্ত গতিতে বাইক চালানোর দৃশ্য ফেসবুক লাইভ কেড়ে নিল এক তরতাজা যুবকের প্রাণ। এ ঘটনায় আরও এক যুবক গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমের জলেফা আমতলিতে অবস্থিত সেতুতে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গিয়েছে, আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে জলেফা দ্বাদশ শ্রেণির কাছে অভিশপ্ত ওই সেতুতে কয়েকমাসের ব্যবধানে চারজন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। সোমবার সকাল প্রায় সাড়ে এগারটা নাগাদ ওই সেতুতে বাইক দুর্ঘটনায় সাব্রুম মহকুমার হরিণা এলাকার বাসিন্দা নির্মল দাসের ছেলে রাহুল দাস (৩০)-এর মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় সদাইসুখ দাসের ছেলে সুমন দাস (২৮) গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

রাহুলের পরিবারের কাছে জানা গিয়েছে, সুমনের সাথে টিআর ০৩ ডি ৫৭২৭ নম্বরের বাইকে চেপে রাহুল সাব্রুম রেল স্টেশনে ঘুরতে গিয়েছিল। রাহুল বিএসসি নার্সিং পাশ করে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চাকরি করেন। কয়েক দিন আগে বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন তিনি। আজ সন্ধ্যার বিমানে তাঁর কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বন্ধুর সাথে ঘুরতে বেড়িয়ে তার বাড়ি ফেরা হল না।

এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, রাহুল বাইক চালাচ্ছিলেন। পেছনে বসে সুমন রাহুলের মোবাইল দিয়ে ফেসবুক লাইভ করছিলেন। প্রচণ্ড গতিতে বাইক চালানোর কারণে জলেফা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের কাছে সেতুতে উঠেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাঁরা। কারণ, ওই সেতুতে ওঠার সময় একটি বাঁক নিতে হয়। দুরন্ত গতি থাকায় ওই বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি রাহুল।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, বাইক ওই সেতুর রেলিঙের মাঝখানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণে এনইসি থেকে ১২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা পেল রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।।** আমবাসা - গন্ডাছড়া ৪৯.১৬ কিমি উন্নত বিদ্যু পরিবাহী লাইন সম্প্রসারনের জন্য ১২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার অনুমোদন পেয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ থেকে এ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সরকার ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠেছে। শীঘ্রই লাইন সম্প্রসারনের রাজ শুরু হবে। সোমবার মহাকরণে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে গিয়ে শ্রী দেব বর্মন জানান বিগত বাম সরকারের আমলে ২০০৮ সালে এই প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ এই প্রকল্পটি মঞ্জুর করেছিল। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য তেমন কোনও উদ্যোগই নেয়নি। এর ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ প্রকল্পটি বাতিল করে দেয়। বামফ্রন্ট সরকারের নেতিবাচক ভূমিকার কারণে প্রায় এক দশক আমবাসা গন্ডাছড়া খেশারত দিতে হচ্ছে আমবাসা-গন্ডাছড়া এলাকার মানুষকে। বহু পুরানো ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## শ্রীনগরে সাতসকালে নালায় উদ্ধার ষাটোর্দ্ধ বৃদ্ধের মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।।** সোমবার সাতসকালে নালা থেকে ষাটোর্ধ জনৈক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আগরতলার শহরতলি শ্রীনগর থানাধীন উড়িয়াপাড়া এলাকায়। শ্রীনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই বৃদ্ধের নাম শরৎ ভট্টাচার্য (৬১)। তিনি গতকাল রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

আজ সকাল সাতটা নাগাদ শ্রীনগর থানাধীন আনন্দনগরের ওড়িয়াপাড়া এলাকায় ধানের জমির পাশে এক নালায় স্থানীয়রা একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জিবিবি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

এ-বিষয়ে শ্রীনগর থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানান, সকালে মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে সহকর্মীদের নিয়ে ওড়িয়াপাড়ায় ছুটে যাই। সেখানে গিয়ে ধানের জমির পাশে নালায় ওই মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখি। স্থানীয়দের সহায়তায় নালা থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ওই মৃতদেহের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। তাঁর নাম শরৎ ভট্টাচার্য। স্থানীয় বাসিন্দা বৃদ্ধটি গতকাল রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পুলিশ অফিসার আরও জানিয়েছেন, মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। তাই, তাঁকে হত্যা করে ওই নালায় ফেলে রাখা হয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হবে।

## বিজিবি'র টালবাহানা, জিরো পয়েন্টে আটকে ১২ রোহিঙ্গা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।।** বিজিবি-র অনীহায় জিরো পয়েন্টে দিন কাটাচ্ছেন ১২ জন রোহিঙ্গা। মায়ানমারের নাগরিকত্বের নথি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কক্সবাজারে কুতুপ্লাওঙ্গে শরণার্থী শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না বিজিবি। নথি যাচাই এবং রোহিঙ্গাদের শনাক্ত করার অজুহাতে আজও তারা ভারতের ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে জনৈক সুমন মিয়াঁর বাড়িতে রয়েছেন। আদৌ তাদের বাংলাদেশের শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা তা নিশ্চতভাবে বলা যাচ্ছে না। কারণ, বিএসএফ-বিজিবি পতাকা বৈঠক আজও নিষ্ফলা সমাপ্ত হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক বিএসএফ জওয়ান জানিয়েছেন, ১২ জন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে শরণার্থী শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিজিবি-কে একাধিকবার বলা হয়েছে। কিন্তু তারা নানা আছিলায় রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানা করছে। আজ তিনি জানিয়েছেন, ওই ১২ জন রোহিঙ্গার কাছে মায়ানমারের নাগরিকত্বের নথি পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া, তারা বাংলাদেশের কক্সবাজারের শিবিরের আশ্রিত ছিলেন তা-ও স্বীকার করেছেন। কিন্তু, বিজিবি তা মানতে রাজি হচ্ছে না।

ওই জওয়ানের কথায়, আজ সকালে বিএসএফ-বিজিবি পতাকা বৈঠকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে বিজিবি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের নথি যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া, তারা আদৌ ওই শিবিরে আশ্রিত ছিলেন কিনা তা শনাক্ত করারও চেষ্টা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই ১২ জন রোহিঙ্গাকে কক্সবাজার শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ওই জওয়ান আরও জানিয়েছেন, রোহিঙ্গারা স্বীকার করেছেন তাদের আত্মীয়স্বজন কক্সবাজার শিবিরে রয়েছেন। কিন্তু, কীভাবে তারা ত্রিপুরা সীমান্তের দিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আগরতলাকে সুবজায়ন করতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর সূচনা হল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।।** আগরতলাকে সবুজায়নের লক্ষ্যে পুর নিগম এলাকায় ১০ হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ তিনি স্ত্রী নীতি দেবকে সাথে নিয়ে নিজের সরকারি বাসভবনে রুদ্রাক্ষ এবং চন্দন গাছের চারা লাগিয়েছেন।

এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুর নিগম এলাকায় চারটি জোনে ১০ হাজার চারা লাগনোরে কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, বন ও পূর্ত দফতর-সহ বিভিন্ন দফতর এই চারা লাগাবে। তাঁর আশা, প্রত্যেকে দুটি করে গাছের চারা রোপণ করে আগরতলা শহরকে সবুজায়নের স্বপ্নকে সার্থক করবেন।

এদিন তিনি বলেন, সারা ত্রিপুরায় উৎসবের মেজাজে বনমহোৎসব পালন করা হচ্ছে। কারণ, উষ্ণায়নের মারাত্মক প্রভাব থেকে বাঁচতে গাছ লাগানো ছাড়া বিকল্প কোনও পথ খোলা নেই। তিনি জানান, আগরতলা শহরে দূষণ বেড়ে চলেছে। ফলে, এখন গাছ লাগানো খুবই জরুরি। তাঁর কথায়, পুরবাসীর সকলকে বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আশা উচিত। তবেই আগরতলা শহরকে সবুজায়ন করার স্বপ্ন সফল হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বৃক্ষরোপণে শতকরা হার আগের তুলনায় বেড়েছে। তিনি জানান, আগে ত্রিপুরায় বছরে ৩০-৪০ শতাংশ মানুষ বৃক্ষরোপণ করতেন। সেই হার বেড়ে এখন শতকরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৩৯ ◘ ২৩ জুলাই ২০১৯ ইং ◘ ৫ শ্রাবণ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

# উড়ালপুলের জয়যাত্রা

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার মুকুটে উড়ালপুল পালকটি অনেক আশা ভরসার দ্যোতক তাহা বোধহয় স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অনেক কাঠখড় পোড়াইয়া শহর দক্ষিণে উড়াল পুল নির্মিত হইয়াছে। এই পুলটির নির্মাণ সম্পন্ন হইলেও তাহা চালু করা হয় নাই। কেন চালু করিতে বিলম্ব হইতেছে তাহারও তেমন স্পষ্ট ব্যাখ্যা সরকারী তরফে দেওয়া হয় নাই। কোনও কোনও প্রচার মাধ্যমের সংবাদে বলা হইয়াছে উড়ালপুল শূন্যে ভাসিতেছে। রাজ্য সরকার উড়াল পুলের নিম্নমানের কাজের অভিযোগে পুলিশে মামলাও দায়ের করা হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছিল। কিন্তু এইসব কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত কি রাজ্যবাসী জানিতে পারিল না। তবে, প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী সাংবাদিকদের ডাকিয়া কেন্দ্রীয় নির্মাণ অনুসন্ধানকারী সংস্থা আগরতলা উড়ালপুলকে ক্লিনচিট দিয়াছে। সেই রিপোর্ট তুলিয়া ধরিয়াছেন। সিএসআইআর অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নির্মাণ অনুসন্ধানকারী সংস্থার রিপোর্টটি ফাঁস করিয়া দিয়াছেন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী। যদি এই রিপোর্ট সম্পর্কে রাজ্য সরকার সন্তোষ্ট হন তাহা হইলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া তা চালু করাই উচিত। অন্য একটি সংবাদে জানা গিয়াছে আগামী পনেরই আগস্ট এই উড়ালপুলটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করিয়া দিবে রাজ্য সরকার।

শহর আগরতলা এখন মারাত্মক যানজটের কবলে যন্ত্রণাবিদ্ধ। উড়ালপুলটি চালু হইলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যান জটের যন্ত্রণা হইতে হয়ত কিছুটা মুক্তি মিলিতে পারে। শহর আগরতলার অপরিসর রাজপথ যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলের পক্ষে খুবই সমস্যা দেখা দিতেছে। এই শহর আরও কয়েকটি উড়ালপুল নির্মাণ করিতে পারিলে সমস্যার অনেকটাই নিরসন হইত। কিন্তু যেভাবে বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে উড়াল পুলের জায়গা বাহির করাও কঠিন কাজ সন্দেহ নাই। আস্তাবল হইতে সার্কিট হাউস পর্য্যন্ত উড়ালপুলের প্রস্তাবে তো ছিলই। বটতলা হইতে আশ্রম চৌমুহনী পর্য্যন্ত উড়ালপুল নির্মাণ করিতে পারিলে রাজপথ অনেক বেশী উন্মুক্ত হইবে। শহর আগরতলা যেভাবে বৃষ্টির মরশুমে প্লাবিত হয় সেখানে উড়াল পুল যান ও পথচারীদের অনেক স্বাচ্ছন্দ দিতে পারে। বড়দোয়ালী হইতে বটতলা ও ফায়ার সার্ভিস পর্য্যন্ত উড়ালপুল চালুর মধ্য দিয়াই শহর আগরতলা নবযুগে যাত্রা শুরু করিবে। নবযুগ বলা হইতেছে এই কারণে যে, শহর আগরতলায় উড়ালপুল নির্মাণ তো ছিল প্রায় অকল্পনীয়। তাহাই আজ বাস্তবের মাটি পাইয়াছে।এই পুল নির্মাণে অনেক রাজনীতি হইয়াছে। হইয়াছে টাকার খেলাও। আর এইসব নানা প্রতিবন্ধকতা কাটাইয়া উড়ালপুল ক্লিনচিট পাওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, উড়াল পুলের কাজ নিম্নমানের হইয়াছে এই অভিযোগ শহর বাসীকে আশাহত করিয়াছিল। অনেক স্বপ্নই নিয়াই তো এখানে উড়ালপুল তৈরী হইয়াছে। সেই উড়াল পুল যদি ব্যবহারের অযোগ্য হয় তাহা হইলে এই বিড়ম্বনা তো সকলকেই পোহাইতে হইবে। উড়ালপুল সম্পর্কে ক্লিনচিট শহরবাসীকে আশা জাগাইয়াছে। কাল বিলম্ব না করিয়া সগৌরবে উড়ালপুলের যাত্রা শুরু হউক। আমরা বিশ্বাস করি, উড়ালপুলের উদ্বোধনের মধ্য দিয়া শহর আগরতলার রাজপথ আরও উন্মুক্ত হইবে। রাজন্য আমলে প্রতিষ্ঠিত শহর এখন উড়ালপুলের জন্য নিশ্চয় গর্ব অনুভব করিবে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা ব্যতিক্রমী পথ বাহিয়াই আগাইল। ত্রিপুরার যোগাযোগের ইতিহাসে ইহা নতুন পালক। ইহা গর্বের ইতিহাস। এই ইতিহাস নতুন পথের দিশারী হইতে পারে।

# যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি দেখে তারা

**রাজদীপ সারদেশাই**

আমাদের অর্থাৎ এই গোয়ার বাসিন্দাদের ব্যাপারে সাত পাঁচ না ভেবে প্রায়ই কয়েকটা কথা বলা হয়ে থাকে। তা হল আমরা নাকি সুখী প্রকৃতির। সুরাসুক্ত। ভাতঘুমে আরামবিলাসী। আর বিচে তোয়াক্কাহীন দিনকাল কাটিয়ে দেয়া পাবলিক। এই যে আমরা বললাম, আপনারা ভাবছেন নিশয়ই,আমি, এই আমরার মধ্যে এলাম কবে। এটা ঠিকই যে আমি গোয়ায় খুব বেশিদিন কাটাইনি, এমনকি কোঙ্কনি ভ াষায় যে একনাগাড়ে কথা বলতে পারি— তাও নয়। তবে আমার বাবা, এখন স্বর্গত ছিলেন, একমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটার, যিনি গোয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গোয়া থেকেই তিনি জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন।সেই নিরিখে নিজেকে সম্মানিত গোয়াবাসী ভাবতেই পারি।

আপনাদের এখনও যদি মনে হয়, আমরা বেপরোয়া আমুদে প্রকৃতির এবং সুসেগাদো অর্থাৎ ফুরফুরে মেজাজের তা বলব— একবারটি আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপ তাকিয়ে দেখুন। একদিকে গোয়ার মনোরম প্রকৃতির আর অন্যদিকে এ রাজ্যের রাজনীতিরর ঘোলা রূপ--- দেখবেন, শ্রম কেটে যাবে লহমায়। গত হপ্তার কথাই দরুন না। গোয়ার ১০ জন কংগ্রেস। বিধায়ক রাতারাতি দলত্যাগ করে শাসক দলে নাম লেখালেন, এবং তাদের মধ্যে তিনজনকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রীতিমতোমন্ত্রিত্ব প্রদান করা হল। কর্ণাটকেও আমরা দেখলাম কিরকম পাইকারি রেটে পালে পালে বিধায়করা দলত্যাগ করলেন। এমনকি তাদের সুরক্ষার্থে এক পাচতারা হোটেল থেকে আরেক হোটেলে স্থানান্তরিত করা হল গোয়াবাসীরা আবার এসব ব্যাপারে একেবারে স্বচ্ছ, দাবিদাওয়ার ব্যাপারে হাটখোলা, কিনা। তাই আমাদের দশজন বিধায়ক স্পষ্টভাবে কংগ্রেস ছাড়লেন, এবং পরের দিনই, এই দলত্যাগীদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় বিজেপি, নেতৃত্ব রাজধঅনীর আঙিনায় বিজেপি নেতৃত্ব রাজধানীর আঙিনায় টেনে নিল। যেন তারা যুদ্ধজয়ী নায়ক। আর যেহেতু এই দলত্যাগী বিধায়কদের নিয়েই পরিষদীয় দলের দুই তৃতীয়াংশ নির্মিত, তাই অ্যান্টি ডিফেকশন বিধান কার্যকর করা যায়নি। তাহলে এহেন অবস্থায় বিজেপির কি লাভ হল? তবে কি ছিপে কোনওরাঘববেযায়াল ধরা পড়ল? তারা কারা? এই রাঘববোয়ালদের একজন চন্দ্রকান্ত কাভলেকর। ছিলেন ছিলেন বিরোধী পক্ষের নেতা। বর্তমানে তিনি উপমুখ্যমন্ত্রী, তিনিই কিনা গত সপ্তাহ পর্যন্ত রীতিমতো রগ ফুলিয়ে বিরোধিতা করছিলেন। কাভলেকরের বিরুদ্ধে কঙ্কন অঞ্চলে মটকা ব্যবসা করার কেস রয়েছে, ২০১৭ সালে তার বাড়ির এলাকায় গোয়া পুলিশ তল্লাশিও চালিয়েছিল। এমনকি বি জেপিও এক সময় তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিল, বেনামী জমি সংক্রান্ত সওদার ব্যাপারে। আজ সেসব অতীত। আজ তিনি উপমুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত, এসব মামলা মোকদ্দমা এবং অভিযোগ নিয়ে তার আর মাথা ঘামানোর কিছু নেই। তিনি নিশ্চিন্ত। এরপর আছেন অভিযোগের কালশিটের রঙে রঙিন বিতর্কিত আতানাসিও মনসেরাতে, বাবুশ নামেই তিনি রাজনৈতিক মহলে বেশি পরিচিত। ২০১৬ সালে তার বিরুদ্ধে নাবালিকা ধর্ষণের গুরুতর অভিযেগ্ন/াগ ছিল। দুমাস আগেই তিনি নির্বচাচনে প্রাক্তন সমুখ্যমনত্রী স্বর্গথ মনোহর পারকিরের ডানহাতকে হারিয়ে ঐতিহ্যময় পানাজিতে জয়লাভ করেছিলেন বিপেি দলের প্রগতিশীল নেতা হিসাবে পারিকরের উত্তরাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যরূপে ওই অঞ্চলে এবারের নির্বাচনকে দেখা হয়েছিল। প্রচারাভিযানের সময় কি পরিমাণ বিদ্বেষের ঝাঁজ ছিল বিজেপির গলায়, তা আমরা দেখেছি। সেভ গোয়া ফ্রম বাবুশ— এই স্লোগানে মনসেরাতের বিস্তারিত অপরাধ জগতকে প্রকাশ্যে কটাক্ষ করার তোয়জা তরজা সকলের জনানা। আর জানা কিনা সে বাবুশ গুরুত্বপূর্ণ একটি পুরভায় চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হ তে চলেছেন এই দলের তরফেই। এমনকি তার স্ত্রী, জেনিফার যিনি নিজেও দলত্যাগ করেছেন, তাকেও মন্ত্রত্বের পদ দেয়া হয়েছে। অদ্ভুত এই মার্গবদলের মধ্য দিয়ে বাবুশ যেন রাজনীতির ময়দানে নতুন করে ছড়ি ঘোরানোর সম্মান পেলেন। বাবুশ একজন উদাহরণ মাত্র। একের পর এক রাজ্যে, সরাসরি কিংবা পরোক্ষ নানা প্রলোভের কুটে আবিষ্ট করে বিরোধী দল ভাঙিয়ে নেতাদের স্বগন্ডিতে এনে পদ্মফুলের পাপড়ি আরও প্রস্ফুটিত করার অভিনব পন্থা নিয়েছে বিজেপি। এযেন এমন এ দিলে যোগদান করো, দলের প্রতীকটি গায়ে সেঁটে নাও— ব্যস। তোমরা যাবতীয় পূর্বকৃত পাপের ক্ষালন হবেই। অসমের প্রভাবশালী নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মাও ২০১৫ তে বিজেপিতে যোগদানের আগে, বিজেপির তরফেই সারদা দুর্নীতির তকমা পেয়েছিলেন। একই কান্ড পশ্চিমবঙ্গের মুকুল রায়ের ক্ষেত্রেও। এক সময়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম এই পারিষদ, আজ বিজেপির হয়ে এ রাজ্যে প্রচার চালাচ্ছেন। যে মুহূর্তে এরা দল পরিবর্তন করলে এদের বিরুদ্ধে সমস্ত দুর্নীতির পরোয়ানা টিমে হয়ে গেল। দুর্নীতির দায়ে মহারাষ্ট্রের নারায়ণ রানে, এক সময় বিজেপির কোপে পড়েছিলেন। আর আজ তিনি বিজেপিরই সমর্থনে রাজ্যসভার সাংসদ। গত মাসে, অন্ধ্রপ্রদেশে, দুজন তেলেগু দেশম পার্টির সাংসদের বিরুদ্ধে সমস্ত দুর্নীতির পরোয়না টিমে হয়ে গেল। দুর্নীতির দায়ে মহারাষ্ট্রের নারায়ণ রানে, এক সময় বি জেপির কোপে পড়েছিলেন, আর আজ তিনি বিজেপিরই সমর্থনে রাজ্যসভার সাংসদ। দুর্ভাগ্যের কথা, আমরা এই তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত বিচক্ষণ ভোটারের দল এই ভ্রষ্টাচারী নেতাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারলাম না, যারা দলবদলের রাজনীতিকে শিল্পে উন্নীত করে দেখালেন। এই যেমন, গোয়ার দলত্যাগীদের মধ্যে অধিকাংশই আজ দৃঢ় বিশ্বাসী, তারা সুনিশ্চিতভাবে পুননির্বাচিত হবেন। এক ঘরে করা তো দূর, ভোটাররা পুরস্কারে ভূষিত করবে— এমনটাই তাদের ধারণা। গোয়াতে আগামী নির্বাচনের জন্য এখনও তিন বছর পড়ে আছে। ততদিনে এই দলবদলের ঘটনা হয়ত স্মৃতির অতলে চাপা পড়ে যাবে. সেজন্য সম্ভবত সময় এসেছে ‘অ্যান্টি ডিফেকশন।’ আইন জারি করার, যেখানে বলা থাকবে— যদি কোনও বিধায়ক বা সাংসদ, তার পাঁচ বছরের দায়িত্বকালে দলবদল করেন, তাকে সে সংসদের মেয়াদকালে কোনভাবেই আর মন্ত্রীত্ব দেয়া যাবে না। কিন্তু যে হাত খাবার জোগায়, সে হাতে কামড় বসানোর সাহস কারই বা আছে। পুনশ্চ কয়েক বছর আগে, পানাজিতে এক পুরস্কার বি তরণী অনুষ্ঠানে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমি কখনও গোয়ায় নির্বাচনী লড়াইতে নামব কি না না। আমি মজা করে বলেছিলাম--- কেন নয়। এরপর কি হবে, আমি জানতাম— খবর হয়েছিল, আমি নাকি গোয়ার আগামী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার লড়াইয়ে নামতে চলেছি। কিন্তু একটা কথা তারা ওই খবরে লিখতে ভুলে গিয়েছিল এবং সেটা বড় ভুল। গোয়ায় নির্বাচনে নামলে ডাহা হার আমার কপালে লেখা, কারণ আমার যে কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। ঠিক বললাম কি না?

(সৌজন্যে— প্রতিদিন)

*দুর্ভাগ্যের কথা, আমরা এই তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত বিচক্ষণ ভোটারের দল এই ভ্রষ্টাচারী নেতাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারলাম না, যারা দলবদলের রাজনীতিকে শিল্পে উন্নীত করে দেখালেন। এই যেমন, গোয়ার দলত্যাগীদের মধ্যে অধিকাংশই আজ দৃঢ় বিশ্বাসী, তারা সুনিশ্চিতভাবে পুননির্বাচিত হবেন। এক ঘরে করা তো দূর, ভোটাররা পুরস্কারে ভূষিত করবে— এমনটাই তাদের ধারণা। গোয়াতে আগামী নির্বাচনের জন্য এখনও তিন বছর পড়ে আছে। ততদিনে এই দলবদলের ঘটনা হয়ত স্মৃতির অতলে চাপা পড়ে যাবে. সেজন্য সম্ভবত সময় এসেছে ‘অ্যান্টি ডিফেকশন।’ আইন জারি করার, যেখানে বলা থাকবে— যদি কোনও বিধায়ক বা সাংসদ, তার পাঁচ বছরের দায়িত্বকালে দলবদল করেন, তাকে সে সংসদের মেয়াদকালে কোনভাবেই আর মন্ত্রীত্ব দেয়া যাবে না। কিন্তু যে হাত খাবার জোগায়, সে হাতে কামড় বসানোর সাহস কারই বা আছে।*

# আস্থা ভোট নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ কর্ণাটকের দুই নির্দল বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.) : আজ বিকেল ৫টার মধ্যে আস্থা ভোট করার আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ কর্ণাটকের দুই নির্দল বিধায়ক উ তবে তাঁদের সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায় শীর্ষ আদালতে। আগামীকাল এ ব্যাপারে দেখা যেতে পারে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর বেঞ্চ।

আস্থা ভোট নিয়ে টানটান নাটক চলছে কর্ণাটকে। কুমারস্বামীর আর্জি নাকচ করে আজই আস্থা ভোট করার সিদ্ধান্ত নিছেন কর্ণাটক বিধানসভার অধ্যক্ষ আর কে রমেশ কুমার। তবে তার মধ্যেই সোমবার বিকেল ৫টার মধ্যে আস্থা ভোট করার আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ কর্নাটকে দুই নির্দল বিধায়ক ঊ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার পর কর্নাটকে দুই নির্দল বিধায়ক আর শঙ্কর এবং এইচ নাগেশ সুপ্রিম কোর্টের শ্মরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁদের দাবি সোমবারই করা হোক আস্থা ভোট। সর্বোচ্চ আদালতে করা আবেদনে তাঁরা অভিযোগ করেছেন, কুমারস্বামী সরকার আস্থা ভোট আটকাতে সন্দেহজনক কৌশল নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে করা আবেদনে দুই নির্দল বিধায়ক বলেছেন, আস্থা ভোটে দেরি করাতে কুমারস্বামী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরিকল্পনা করছেন। সুপ্রিম কোর্টে করা আবেদনে দুই বিধায়ক বলেছেন, ২২ জুলাই বিকেল পাঁচটার আগে আস্থাভোট করাতে যেন পর্যাপ্ত নির্দেশ দেওয়া হয়। এ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির দাবি জানান তাঁরা। তাঁদের হয়ে আইনজীবী মুকুল রোহতগী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর বেঞ্চে এই আবেদন করেন উ তবে তাঁদের এই দাবি খারিজ হয়ে যায় শীর্ষ আদালতে। আগামীকাল এ ব্যাপারে দেখা যেতে পারে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর বেঞ্চ। মঙ্গলবার ২৩ জুলাই ফের এই মামলার শুনানি হবে।

# ছয় দফা দাবিতে জেলাজুড়ে ২৩টি থানা ঘেরাও বিজেপির

সিউড়ি, ২২ জুলাই (হি.স.) : দলীয় কর্মীদের বেছে বেছে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। এরই প্রতিবাদে জেলা জুড়ে ২৩টি থানা ঘেরাও এর কর্মসূচি সফল করতে রাস্তায় নামল বিজেপি। সেই মতো সোমবার সকাল থেকেই জেলার সব থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপি কর্মীদের উপর শাসক শ্রেণীর অত্যাচার, তৃণমূলের অবৈধ কর্মকান্ডের এবং তৃণমূলের পরিচালিত এই পুলিশ নিজের কাজে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বিজেপি কর্মীদের কে বেছে বেছে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে এদিন সিউড়ি শহরে থানাতে গণ ডেপুটেশন দেয় বিজেপি। এই গন ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল।

বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ডেপুটেশনে যে ছ”টি দাবি করা হয়েছে সেইগুলি হল পদুমা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আরোয়া গ্রামে দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা। অথচ সেই সকল দুষ্কৃতীরা দিনের আলোয় ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এ সকল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে। কোটা গ্রামে বিজেপি কর্মীদের উপর বোম মারার ঘটনায় কেন কেউ গ্রেফতার হয়নি। বিজেপি কর্মীদের বিনা প্ররোচনায় এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো যাবে না। পুলিশের সামনে তৃণমূল কর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোম নিয়ে ঘোরা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। লক্ষীনারায়ণপুর অঞ্চলের রূপ শিমুল গ্রামের বিজেপি কর্মী ইনক্লাব বাগদির হাত ভেঙে দেওয়ার সত্বেও দোষীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি কেন?

এই ৬ টি দফা নিয়ে সোমবার বিজেপি দুবরাজপুর থানায় ডেপুটেশন জমা দেয়। ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর বিজেপি নেতা জানান, দুবরাজপুর থানার ওসি শেখ মহম্মদ আলি কথা দিয়েছেন পুনরায় এমন ঘটনা ঘটবে না, পুলিশ নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করবে। একই ভাবে পাঁড়ুই থানাতেও ডেপুটেশন দেয় বিজেপি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

# পাঠকের কলাম

## কলেজ পি. জি শিক্ষকদের পৃথক সংগঠন প্রসঙ্গে

২০১০ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন ধাপে সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলোতে নিযুক্তি পার্টটাইম কলেজ শিক্ষকদের নিয়মিত করে। দেখা গেছে কিছু সংখ্যক পার্টটাইম কলেজ শিক্ষকদের ই.জি.সির নির্ধারিত উপযুক্ত নম্বর না থাকা সত্ত্বেও গড়ে হরিবোলের মতো অনেক কম নম্বর প্রাপক বামপন্থী ক্যাডার শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্পন্নদের একসাথে মিশিয়ে পি.জি. টি পদে দিয়ে নিয়মিত করা হয়। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক কলেজ পি.জি. শিক্ষকদের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে এরা ছিল বাম আমলে কমিউনিস্ট পার্টির খুব ঘনিষ্ঠ ছিল ফলে ই. জি.সি নির্ধারিত উপযুক্ত নম্বর না থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে এদের শিক্ষকদের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়। সেই সময় মেলার মাঠের দলদাস হয়ে থাকা কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশনের সুপারিশ মূলে যোগ্যতাসম্পন্নদের সাথে যোগ্যতাহীনদেরও কলেজে পড়ানোর সুযোগ তৈরি করে দেয়া হয়। যদিও এই সংখ্যাটা ছিল খুবই কম। বর্তমানে নব্বই শতাংশ কলেজ পি.জি শিক্ষকদেরই ইউ.জি.সি নির্ধারিত নম্বর রয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যারাএই বামপন্থী কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশনের নেতৃত্ব দিতেন, তারা ছিল কট্টর বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং এই সকল নেতাদের ইউ.জি.সি নির্ধারিত কোন নম্বর ছিল না ফলে কলেজ পি.জি শিক্ষকদের পে-স্কেল উন্নতীকরণ বা পি.জি. টি নামের পরিবর্তন কোনটাই করতে তারা তেমন আগ্রহী ছিল না, কেননা এসব বামপন্থী কলেজ শিক্ষক নেতাদের মনে ভয়ছিল যদি সরকার কলেজগুলিতে পিজি.টি পদে এবং অত্যন্ত নিম্নমানের বেতনক্রম দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে যা সারা ভারতবর্ষে এটা নজিরবিহীন ঘটনা। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সরকার বদল হওয়ার পর একশ্রেণীর চতুর এসিঃপ্রফেসার এবং বিগত দিনের বামপন্থী সংগঠন, কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশনের কিছু সক্রিয় নেতৃত্ব শৈক্ষিক মহাসংঘ নাম দিয়ে নতুন এক সংগঠন গড়ে তুলে।

এর আগে কলেজ পি.জি. শিক্ষকদের টি. আর. কে.এস থেকেও মেম্বারশিপ দেয়া হয়। কিন্তু কতিপয় বামপন্থী কলেজ শিক্ষকদের চক্রান্তের ফলে কলেজ থেকে টি. আর. কে এস সংগঠনকে মুছে দেয়া হয়। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হচ্ছে বামফ্রন্ট জমানায় যে কলেজ পি.জি.টি সংগঠনটি পৃথকভাবে লড়াই আন্দোলন করে নিজেদের অন্তত নিয়মিত করতে পেরেছিল, সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এসিঃ প্রফেসারদের সাথে কলেজ পি.জি. টিদের একসাথে মিশিয়ে শৈক্ষিক মহাসংঘে জুড়ে দেয়া হয় যার ফল হল কলেজ পি.জি.টিদের পক্ষে আর এখন পৃথকভাবে দাবী দাওয়া করার কোন সুযোগ রইল না, কারণ শৈক্ষিক মহাসংঘে এখন এসিঃ প্রফেসারদেরই প্রভাব বেশী, সেখানে কলেজ পি.জি. শিক্ষকদের মূল দাবীগুলির কোন মর্যাদা বা গুরুত্ব নেই। শৈক্ষিক মহাসংঘের বহিরাজ্যের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরাও কলেজ পি.জিটিদের বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। কখন, কোন পরিস্থিতিতে সরকারি ডিগ্রি কলেজ গুলিতে পি.জি. টি শিক্ষকদের জন্ম হল, সে ইতিহাস সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা এখনও অন্ধকারে। উপরন্তু কিছু রং বদলানো এসিঃ প্রফেসার এবং কলেজ পি.জি.টি যারা বাম আমলেও মেলার মাঠের খুব কাছের লোক ছিল তারা মিলিতভাবে কলেজ পি.জি.টিদের সম্পর্কে শৈক্ষিক মহাসংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকেও মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করছে, পুরস্কার স্বরূপ নিজেরা বাছাই করা কলেজে পোস্টিং নিয়েছেন।

নম্বর প্রাপক কলেজ পি.জি.টিদের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে সকল কলেজ পি.জি শিক্ষকদের ৫০শতাংশ বা ৫৫ শতাংশ বা তার উপর নম্বর রয়েছে তাদের বেতনক্রম কেন এসিঃপ্রফেসারদের সমতুল্য হবেনা? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ত্রিপুরাতে এক সময়ে নেট-স্লেট ছাড়াই কলেজ পার্ট টাইম শিক্ষকদের তৎকালীন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ দপ্তরের অনুমোদনক্রমে এসিঃপ্রফেসার পদে উন্নীত করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে অনেকেই এখন এসিঃপ্রফেসার থেকে এসোসিয়েট প্রফেসার পদে উন্নীত হয়ে বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজে কর্মরত রয়েছেন। তাছাড়া ন্যাক থেকেও বিভিন্ন কলেজ পরিদর্শনের সময় কলেজে পি.জি.টি পোস্টের অস্তিত্ব দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন, এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে কলেজে এই পিজি.টি পদ প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সত্যি বলতে কি ভারতের কোন রাজ্যে সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলিতে পি.জি.টি পদ বলতে কোন পদের অস্তিত্ব নেই। এই সকল উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কলেজ পি.জি.টিদের বেশিরভাগ শিক্ষকদের অভিমত ইউ.জি.সির নিয়ম অনুযায়ী ৫০ শতাংশ (এস.সি/এস.টি) এবং ৫৫ শতাংশ (জেনারেল) বা ততোধিক নম্বর প্রাপক যারা রয়েছেন তাদের দল মত নির্বিসেযে সংঘবদ্ধ হয়ে এক ছাদের তলায় এসে, রাজনীতিমুক্ত একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলা উচিত, এতে যদি ইউ.জি.সির নিয়মানুযায়ী প্রকৃত নম্বর প্রাপক ১০০ জন পি.জি শিক্ষকও এগিয়ে আসেন তাও কিছু কম নয়। তবে ৫০ শতাংশ (এস.সি/এস.টি) এবং ৫৫ শতাংশ (সাধারণ) কম নম্বর প্রাপকরা যেন এই নতুন সংগঠনে কোনভাবেই স্থান না পায় সেদিকেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে এসিঃপ্রফেসাররা কখনও মনে প্রাণে চাইবে না কলেজ পি.জি. শিক্ষকদের বেতন ভাতা এসিঃপ্রফেসারদের সমতুল্য হউক, শুধু এসিঃ প্রফেসাররা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কলেজ পি.জি শিক্ষকদের একসাথে নিয়ে কিছুদিনের জন্য বন্ধুত্বস্থাপনের নাটক মঞ্চস্থ করছেন। তাছাড়া কলেজ পি.জি.টি হিসাবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কম নম্বর প্রাপক কিছু সংখ্যক কলেজ পি.জি. টিদের জন্য আজও কেন বৃহত্তর অংশের যোগ্য কলেজ পি.জি. শিক্ষকরা বঞ্চিত হবেন? আমাদের মতে, শৈক্ষিক মহাসংঘে এসিঃপ্রফেসাররা থাকুন ভাল কথা, সেখানে কলেজ পি.জি.টিদের থাকার কোন যুক্তি নেই, কেননা কলেজে দুই ক্যাটাগরির এই শিক্ষকদের মধ্যে বেতনক্রম, পদের আজও বিশাল পার্থক্য, আগে সেই পার্থক্যগুলি মিটে যাক। তবে ইউ.জি.সির নিয়মানুযায়ী নম্বর প্রাপক কলেজ পি.জি. শিক্ষকদের যদি ইউ.জি.সির পে-স্কেল দেয়া হয় তবে তা রাজ্যসরকারের কোষাগার থেকে এক টাকাও খরচ করতে হবে না, কারণ ইউ.জি.সির বেতনক্রমের সবটাই দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার চাইলে প্রকৃত নম্বর প্রাপক কলেজ পি.জি শিক্ষকদের টি.পি.এস.সির মাধ্যমে নতুন করে ইন্টারভিউ করিয়ে এসিঃপ্রফেসারদের মতো স্কেল ও পদ প্রদান করতে পারে, এক্ষেত্রে আইনী কোন বাধা নেই সাথে ভবিষ্যতেও আইনী জটিলতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তবে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রকৃত নম্বর প্রাপক কলেজ পি.জি শিক্ষকদের রাজনীতির উর্ধে উঠে পৃথক সংগঠন গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক, এবং নতুন সংগঠনের মাধ্যমেই কলেজ পি.জি শিক্ষকদের দাবি দাওয়াগুলি যুক্তি সহকারে সরকারের কাছে দ্রুত পেশ করা উচিত। এবিষয়ে আমি কলেজ পি.জি শিক্ষকদের থেকে সুচিন্তিত মতামত রাজ্যের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করছি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পি.জি.টি পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড, বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

## প্রভু বাড়ীর পুকুর বেদখল ও আবর্জনার স্তুপে নিমজ্জিত

শুধু প্রভুবাড়ীর পুকুরই নয়, শহরে বহু সরকারী পুকুর, দিঘি, ডোবা বহু আগেই নাগরিকবৃন্দ দখল করে পাকাবাড়ী বানিয়ে ফেলেছেন। যাদের এগুলো দেখার কথা উনারা বিগত দুই দশক ধরে কুম্ভ নিদ্রায় ছিলেন। পুকুর বা ময়লা ফেলার কারণে পুকুরে জল নেই। যদি কখনো ঐ এলাকাতে দুর্ঘটনাবশত আগুন লাগে তখন কিন্তু অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের ভাইদের ঘাম ছুটে। তাদের বহু কষ্ট করে দূর থেকে জল আনতে হয়। এতে আগুন নেভাতে বিলম্ব হয় এবং কর্মীবৃন্দরা বিক্ষোভের সম্মুখীন হন বিনা দোষে। তাছাড়া পুকুরের জল আশেপাশের বাসিন্দারা ব্যবহার করতে পারতেন। বৃষ্টি হলে পুকুর, দিঘি গুলোতে বৃষ্টির জল সঞ্চয় হত। এতে রাস্তাঘাটে জল, কাদা জমত না, বর্তমানে শহরের কি হাল সবারই জানা। বিশদে যেতে হবে না। তাছাড়া বহু ছোট বড় পুকুর, ডোবা ইত্যাদি ময়লা ফেলে ডাম্প করা হচ্ছে। এতে মশার বাড়বাড়ন্ত ও ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। তা না হলে কিছুই হবে না। প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার জন্য দুঃখিত। প্রভু বাড়ীর বাসিন্দারা বহু বছর আগে থেকে বংশানুক্রমে পূজাকৃয়াদি করে আসছেন। তার জন্য রাজারা উনাদের থাকার আবাস প্রদান করেন রাজারা এবং পাশাপাশি জলের জন্য দুটো পুকুর বরাদ্দ করেন লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ীর উল্টোদিকে। বর্তমানে পুকুরগুলোর অস্তিত্বই খোঁজে পাওয়া দুষ্কর। বেশীরভাগ জায়গাই বেদখল করে পাকা ঘরবাড়ি বসানো হয়েছে। বাকি অংশ কচুরীপানা ও ময়লার স্তূপে পরিণত। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে নাকি পুরনিগম ঐ পুকুরগুলোকে আগের অবস্থায় ফেরানো ও পার্ক করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রকল্পের জন্য নাকি ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। জোট এসে যাওয়ায় কাজ শুরু হয়নি। তারপর ১৮ মাস পেরিয়ে গেলো, কোন ধরনের সাড়াশব্দ নেই। অদৃশ্য অঙ্গুলী হেলনে প্রজেক্টটি গহ্বরে চলে গেলো। নিগমের শুভ উদ্যোগটার কি বর্তমান হাল জানতে ইচ্ছে করে। আপনাদের কাছে আকুল আবেদন পার্কটা গড়ে তুলুন। সবাই প্রশংসা করবে। আশপাশের বাসিন্দারা সকাল বিকাল প্রাতঃভ্রমণ ও গল্পগুজব করতে পারবেন।

**পার্থ সারথী রায়/শ্যামলীবাজার/ আগরতলা**

# এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

## বাংলাদেশের পাঁচ জেলায় ছেলেধরা সন্দেহে ১৫ জনকে গণপিটুনি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২২।। বাংলাদেশে ছেলেধরা সন্দেহে অন্তত পাঁচ জেলায় ১৫ জন গণপিটুনির শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন মানসিক ভারসাম্যহীন, কথিত এনজিওকর্মী, অজ্ঞান পার্টির সদস্য ও সাধারণ লোকজন।

সোমবার চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, ঢাকার সাভার, রাজশাহী ও নীলফামারীতে তারা এই হিংস্রতার শিকার হন। চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ছেলেধরা সন্দেহে তিনজন গণপিটুনির শিকার হয়েছেন।ওই তিনজন ছাগল কিনতে সোমবার দুপুরে উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের ইলশা গ্রামে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হন বলে পুলিশ জানিয়েছে।আহতরা হলেন,জনি, সোহেল ও হৃদয়। তাদের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে।

বাঁশখালী থানার রামদাস মুন্সীর হাট তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক মামুন হাসান বলেন,দুপুরে এ তিন যুবক ইলশা গ্রামে ছাগল কিনতে যায়। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাদের ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করে। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনজনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি।আহতরা ছাগল কিনতে ইলশা গ্রামে গিয়েছিল বলে পুলিশ জানালেও তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানাতে পারেনি।

পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজে ‘মানুষের মাথা লাগবে’ বলে সম্প্রতি ফেইসবুকে গুজব ছড়ানোর পর ছেলে ধরা সন্দেহে  হয়, যাতে বিভ্রান্ত না হতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল সরকার। গুজব ছড়ানোর অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

এরমধ্যে গত বৃহস্পতিবার নেত্রকোণা শহরে এক যুবকের ব্যাগ তল্লাশি করে ‘শিশুর মাথা’ পাওয়ার পর তাকে পিটিয়ে হত্যা করে এলাকাবাসী।তারপর দেশের বিভিন্ন স্থানে ছেলেধরা সন্দেহে দলবেঁধে আক্রমণের ঘটনা ঘটতে থাকে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় ছেলেধরা সন্দেহে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীকে পিটুনি দিয়েছে স্থানীয়রা।দৌলতপুর থানার ওসি আজম খান জানান,উপজেলার শিতলাইপাড়া গ্রামে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।আহত হাসিনা খাতুন (৬০) বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। তাকে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।ওই নারীর মেয়ের জামাই রনি বলেন,তার শ্বাশুড়ি মানসিক ভারসাম্যহীন। গত রোজা ঈদের আগে শ্বাশুড়ি তার বাড়িতে বেড়াতে আসেন।তিনি বাড়ি থেকে বের হলে রাস্তা-ঘাট ঠিক চিনতে পারে না। আজ সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে বাইরে এসে পথ ভুলে যায়। এরপর স্থানীয়রা ছেলে ধরা সন্দেহে তাকে মারধর করেছে।ওসি বলেন, স্থানীয়রা ছেলে ধরা সন্দেহে এক নারীকে পিটিয়ে আহত করেছে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।তিনি বলেন, ইতোমধ্যে এ ঘটনায় জড়িত কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

ঢাকার সাভারে ছেলেধরা সন্দেহে ভাড়াটিয়া দম্পত্তিকে মারধর করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয়রা। পরে পুলিশ তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আটক করে।আটককৃতরা হলেন রনি মিয়া (২৩) ও তার স্ত্রী (২০)। তাদের বাড়ি রাজবাড়ি জেলার গোদাগাড়ী থানার সাহেব বাজার গ্রামে। তারা সাভার পৌর এলাকার রাজাবাড়ি মহল্লার আমিনুর রহমানের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।সোমবার দুপুরে সাভার পৌর এলাকার রাজাবাড়ি মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে।এলাকাবাসীর বরাত দিয়ে সাভার মডেল থানার এসআই নাজমুল হক বলেন, ছেলেধরা সন্দেহে রাজাবাড়ি মহল্লার বাসিন্দারা এক দম্পত্তিকে মারধর করে রশি দিয়ে বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেয়।

পরে আহত অবস্থায় ওই দম্পত্তিকে উদ্ধার করে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আটক করা হয়।তিনি বলেন, আটক দম্পতি দুপুরে প্রতিবেশী ভাড়াটিয়া রুমি খাতুনের ঘরে ঢুকে তার মুখ চেপে ধরে বলে অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ। তখন রুমি চিৎকার দিলে ছেলেধরা গুজব ছড়িয়ে পড়ে।জিজ্ঞাসাবাদে এই দম্পতি পুলিশকে জানিয়েছে, চলতি মাসেই আমিনুর রহমানের বাড়ির কটি ভাড়া নিয়েছেন তারা। কিছুদিন ভাড়া থেকে ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে সুসর্মক তৈরি করে তাদের অজ্ঞান করে ঘরের সব মালপত্র নিয়ে চম্পট দেওয়াই তাদের মূল কাজ।

এ ঘটনায় সাভার মডেল থানায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে তিনি জানান।

রাজশাহীর চারঘাটে ছেলেধরা গুজবে গণপিটুনিতে আহত হয়েছেন পাঁচ এনজিওকর্মী।সোমবার দুপুরে উপজেলার রাওথা এলাকা থেকে পুলিশ ওই পাঁচজনকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেয়। আটককৃতরা নিজেদের আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার নামের একটি এনজিওর কর্মী দাবি করেছেন বলে চারঘাট থানার ওসি নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন।ওসি বলেন, চারঘাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের রাওথা এলাকায় অপরিচিত পাঁচ ব্যক্তি সমিতির নাম করে সদস্য সংগ্রহ করছিলেন। এ সময় সন্দেহ হলে স্থানীয় লোকজন তাদের সমিতির নাম জানতে চেয়ে কাগজপত্র ও পরিচয়পত্র দেখতে চায়। তবে তারা কোনো কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হলে ছেলেধরা সন্দেহ পাঁচজনকে ধরে পিটুনি দিয়ে আটকে রেখে থানায় খবর দেয় স্থানীয় লোকজন। পরে পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।আটককৃতরা হলেন, গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর উপজেলার ঝাকরপুর গ্রামের মসলেম উদ্দিনের ছেলে হাফিজুর রহমান (৪২), একই এলাকার আখতারুজ্জামানের ছেলে আবুল হোসেন (৪০), একই এলাকার লুৎফর রহমানের ছেলে রেজাউল করিম (৩৮), ঢাকা দিণের লালবাগ থানার আব্দুল মজিদের ছেলে কাইয়ুম আলী (৩৯) ও একই এলাকার আবুল কালাম (৩৬)।

নীলফামারীর সৈয়দপুরে ছেলেধরা সন্দেহে মানষিক ভারসাম্যহীন চারজনকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা।রোববার রাত ও সোমবার দুপুর পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকায় এসব মানষিক ভারসাম্যহীন নারী-পুরুষ উদ্দেশ্যহীন ও সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফোরা করায় তাদেও আটক কওে ছেলেধরা গুজবে গণপিটুনি দেয় এলাকাবাসী।আটককৃতরা হলেন, দিনাজপুরের আব্দুল মালেক (৫০), গাইবান্ধার আব্দুল গফুর (৫৬), নীলফামারীর হেলাল হোসেন (৪০) ও বরিশালের মেরিয়ান (৪০)।

সৈয়দপুর থানার ওসি মো. শাহজাহান পাশা বলেন, আটককৃতরা সবাই মানষিক ভারসাম্যহীন। তারা সৈয়দপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা করছিলেন। এ সময় তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা সঠিক উত্তর দিতে না পারায় স্থানীয়রা তাদের পিটুনি দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ  গিয়ে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে চিকিৎসা দেয়।তাদের পরিবারের সদস্যদের থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান।ওসি বলেন, যারা এমন গুজবে সম্পৃক্ত হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## গণপিটুনি জামায়াত-বিএনপির কাজ : আইনমন্ত্রী আনিসুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২২।। গুজব ছড়িয়ে গণপিটুনির সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে বিএনপি-জামায়াতের যোগসাজশ রয়েছে বলে সন্দেহ করছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

তিনি বলেছেন,গণপিটুনি, ধর্ষণ, বিল্ডিংয়ে আগুন লাগার ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়। এক স্থানে এসব হলে ১০ স্থানে হয়। এসব বিএনপি-জামায়াতের নিখুঁত কাজের উদাহরণ।সোমবার নেত্রকোণা জেলা আইনজীবী সমিতির পাঁচতলা ভবন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে একথা বলেন আইনমন্ত্রী।তিনি বলেন,পদ্মা সেতুতে মাথা লাগবে দেশে এ ধরনের একটি গুজব ছড়িয়েছিল। আর এই গুজবের  কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনিতে হতাহতের ঘটনা ঘটছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজে ‘মানুষের মাথা লাগবে’ বলে সম্প্রতি ফেইসবুকে গুজব ছড়ানো হয়, যাতে বিভ্রান্ত না হতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল সরকার। গুজব ছড়ানোর অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়।এরমধ্যে গত বৃহস্পতিবার নেত্রকোণা শহরে এক যুবকের ব্যাগ তল্লাশি করে ‘শিশুর মাথা’ পাওয়ার পর তাকে পিটিয়ে হত্যা করে এলাকাবাসী।তারপর  দেশের বিভিন্ন স্থানে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনা ঘটে চলছে। এতে ইতোমধ্যে অন্তত ছয়জন নিহত এবং অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছে।

এই গুজব ছড়ানোর পেছনে বিএনপির হাত রয়েছে বলে এর আগেও ইঙ্গিত করেছিলেন আওয়ামী লীগের কোনো কোনো নেতা। তবে তা ‘হাস্যকর’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বিএনপি নেতারা। আনিসুল হক বলেন, কেউ গুজবে কান দেবেন না। জড়িতদের আইনের হাতে তুলে দিন, যাতে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলতে পারে। যারা নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনি ব্যবস্থা নেবে।এসব ঘটনা প্রতিহত করতে আইনজীবীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান আইনমন্ত্রী।তিনি বলেন,আইনজীবীরা  এগিয়ে আসলে আইনের প্রতি মানুষের ভরসা বাড়বে। মানুষ বিশ্বাস পাবে।

## রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২২।। রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে জোট নিরপে দেশ (ন্যাম) এবং দণি-পূর্ব এশীয় এসোসিয়েশন (আসিয়ান) ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে অসার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন।রোববার ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে ন্যাম কোর্ডিনেটিং ব্যুরো’র মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় এ আহ্বান জানান তিনি।মিয়ানমার যাতে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয় এবং এ সঙ্কটের স্থায়ী সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত।

সোমবার ভেনিজুয়েলা থেকে ঢাকায় প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

ন্যাম মিনিস্ট্রিয়ালের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল ‘আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে শান্তি এগিয়ে নেওয়া ও সুসংহত করা’।অধিকৃত ফিলিস্তিনী ভূখন্ডে আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন এবং ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতি দীর্ঘ নিপীড়নের কথা উল্লেখ করে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, শুধু উদ্বেগ প্রকাশ করে ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে সংঘটিত অমানবিক ও বর্বর কর্মকান্ডের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব নয়। দেশগুলো যাতে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় আমাদেরকে অবশ্যই তা নিশ্চিত করতে হবে।তিনি বলেন, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠনকারীদের দায়-দায়িত্ব নিরূপনের মাধ্যমে বিচারের আওতায় আনতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের উপর সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধেরেে ত্রও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে জোট নিরপে সম্মেলনে যোগদানের যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা স্মরণ করে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, “বাংলাদেশ এখনও জাতির পিতার সেই নীতি-আদর্শ ও জোট নিরপে আন্দোলনের কর্মকান্ড থেকে অনুপ্রাণিত হয়। যা আজকের বিশ্বে চলমান অস্ত্রের বিস্তার, শুধু নিরাপত্তারেে ত্র প্রযুক্তির ব্যবহারের আধিক্য, জলবায়ু পরিবর্তন, আন্তঃসাংস্কৃতিক সংঘাত ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযোজ্য হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির কথাও উল্লেখ করেন স্থায়ী প্রতিনিধি।আফ্রিকা, এশিয়া, ওশেনিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, ইউরোপ ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ৮৫টি দেশের ১৬ জন মন্ত্রীসহ উচ্চ-পর্যায়ের প্রতিনিধিরা এই মিনিস্ট্রেরিয়াল সভায় যোগ দেন। ভেনিজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ অ্যারিয়াজা মন্টসের্রাট এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।এতে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বক্তব্য প্রদান করেন।ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে ১৭ থেকে ২১ জুলাই অনুষ্ঠিত এই সভায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন স্থায়ী মিশনের মিনিস্টার পলিটিক্যাল ড় মো. মনোয়ার হোসেন।

## ধুমপ্রানমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করছে সরকার : স্পিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২২।। স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন,,ধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার কাজ করছে।তিনি ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯’ উপলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে সোমবার দুপুরে সংসদ ভবন লেকে পোনা অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। পরে তিনি পোনা অবমুক্ত করেন।

তিনি বলেন, বিগত দুই মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ মৎস্য চাষে সফলতা লাভ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বর্তমানে মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। এধারা অব্যাহত থাকলে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে। সরকারের বাস্তবমুখী পদেপের কারণে বাংলাদেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ।পোনা অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরুর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু সাইদ মো. রাশেদুল হক।

ড় শিরীন শারমিন বলেন, পুষ্টি চাহিদা পূরণে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে লয বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকার মৎস্যজীবীদের কল্যাণে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মৎস্য চাষ সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার পাশাপাশি মৎস্য সম্পদের সংরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে মৎস্য সপ্তাহ অবদান রাখছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে হুইপ মাহবুব আরা বেগম গিনি , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি তাজুল ইসলাম, রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী , সাবেক চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজ , কাজী ফিরোজ রশীদ, উম্মে ফাতেমা নাজমা বেগম ও অপরাজিতা হক। এছাড়া সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব ড় জাফর আহমেদ খান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রাইসুল আলম মন্ডলসহ সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ এর মূল প্রতিপাদ্য ‘মৎস্য চাষে গড়বো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ কে সামনে রেখে সংসদ ভবন লেকে ৩ প্রজাতির ১০ হাজার পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়। এর মধ্যে কাতলা ২০৫০ টি, রুই ৪ হাজার ২শ’ টি এবং মৃগেল ৩ হাজার ৭৫০টি। মৎস্য অধিদপ্তর হতে পর্যায়ক্রমে সংসদ ভবন লেকে আরও ২০ হাজার পোনা অবমুক্ত করা হবে।

## বাংলাদেশের বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিএনপির ত্রাণ কমিটি কাজ শুরু করবে আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২২।। দেশের বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়াতে রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর বিভাগে ৫টি পৃথক ত্রাণ কমিটি গঠন করে আজ মঙ্গলবার (২৩ জুলাই) থেকেই কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি।

সোমবার (২২ জুলাই) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বৈঠকের পর দলের কেন্দ্রীয় ত্রাণ কমিটির আহ্বায়ক স্থায়ী কমিটি সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু দলের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

তিনি জানান, সারাদেশে যে ভয়াবহ বন্যা শুরু হয়েছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা দলের জাতীয় ত্রাণ কমিটি প্রতিটি বিভাগে ত্রাণ কমিটি পরিচালনার জন্য একটি করে কমিটি গঠন করেছি। সেই কমিটিগুলোর নেতৃত্ব দেবেন দলের সিনিয়র নেতারা এবং তাদের সঙ্গে সমন্বয়কারী হিসেবে থাকবেন সাংগঠনিক সম্পাদকরা।এছাড়া প্রতিটি জেলায়ও একটি করে ত্রাণ কমিটি থাকবে। মঙ্গলবার থেকে রিলিফ কমিটি কাজ শুরু করবে।

এই টিমের সঙ্গে একটি করে মেডিক্যাল টিম থাকবে, আমরা ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ক্যাম্প করবো।

দলের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ময়মনসিংহে, দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য মিজানুর রহমান মিনু রাজশাহী ও খন্দকার মোক্তাদির সিলেটে, দলের যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল রংপুরে ও  খায়রুর কবির খোকনকে ফরিদপুর বিভাগের আহ্বায়ক করে বিভাগীয় ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়।সোমবার বিকেলে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের ২১ সদস্যের কেন্দ্রীয় ত্রাণ কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে লন্ডন থেকে স্কাইপেতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যুক্ত হন এবং ত্রাণ কার্যক্রম চালাতে যথাযথ নির্দেশনাও দেন। বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও ছিলেন।

কেন্দ্রীয় ত্রাণ কমিটির বৈঠকে আরো ছিলেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্লাহ বুলু, মোহাম্মদ শাহজাহান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী, জয়নুল আবদিন ফারুক, যুগ্ম মহাসচিব মজিবুর রহমান সারোয়ার, হারুনুর রশীদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, আসাদুল হাবিব দুলু, সাখাওয়াত হাসান জীবন, সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, বিলকিস জাহান শিরিন, শামা ওবায়েদ, কেন্দ্রীয় নেতা মীর সরাফত আলী সপু, আবদুল লতিফ জনি, নেওয়াজ হালিমা আরলি, রফিকুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম আলীম, মইনুল হাসান সাদী, আমিনুল ইসলাম, তাজভীরুল ইসলাম, রিয়াজউদ্দিন নসু, আবদুল খালেক, জাকির হোসেন বাবু, রাবিকুল করীম পাপ্পু প্রমুখ।

রংপুর বিভাগে ত্রাণ কমিটি আগামী ২৭ জুলাই (শনিবার) লারমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম এবং ২৮ জুলাই (রোববার) গাইবান্ধায় ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করবে বলে জানিয়েছে জাতীয় ত্রাণ কমিটি।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে শিবের মাথায় জল ঢালছেন মহিলা পূর্ণার্থীরা। ছবি- নিজস্ব।

## ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অসত্য অভিযোগ দেওয়া প্রিয়া সাহাকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ থেকে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২২।। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অসত্য অভিযোগ দেওয়া প্রিয়া সাহাকে (প্রিয়াবালা বিশ্বাস) বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক পদ থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবার (২২ জুলাই) পরিষদের স্থায়ী কমিটির এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংগঠনের কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড় নিমচন্দ্র ভৌমিক।পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিদ্ধান্তটি জানিয়ে বলা হয়, ঐক্য পরিষদের অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহাকে ‘শৃঙ্খলাবিরোধী কাজের জন্য’ সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে সব সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সম্প্রতি প্রিয়া সাহা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে অভিযোগ করেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে, এর মুখে দেশ থেকে ৩ কোটি ৭০ লাখ সংখ্যালঘু ‘গুম’ হয়ে গেছে। ‘রাজনৈতিক শক্তির প্রশ্রয়ে এই নির্যাতন চলছে’ দাবি করে প্রিয়া সাহা এর থেকে ‘বাঁচতে’ যুক্তরাষ্ট্রের ‘সহায়তা’ কামনা করেন।সেই মুহূর্তের ভিডিও সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর সমালোচনার ঝড় ওঠে। সরকারের প থেকে এর নিন্দা জানিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টার অংশ হিসেবে এই কাণ্ডটি করেছেন প্রিয়া সাহা। তুমুল সমালোচনার পরিপ্রেিত প্রিয়া সাহাকে তার সংগঠন থেকেও বহিষ্কার করা হলো।

## কর্ণাটকের আস্থা ভোট : রাত ১২ পর্যন্ত বিধানসভায় অপেক্ষা করবেন জানালেন  অধ্যক্ষ কে আর রমেশ কুমার

বেঙ্গালুরু, ২২ জুলাই (হি.স.) : আস্থা ভোট নিয়ে নাটক অব্যাহত কর্ণাটকে। এখনও আস্থা ভোট না হওয়া আজ রাত ১২ পর্যন্ত আস্থা ভোটের জন্য রাজ্য বিধানসভায় অপেক্ষা করবেন অধ্যক্ষ কে আর রমেশ কুমার ঊ সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন তিনি ঊবিজেপি বিধায়করাও অধ্যক্ষের সঙ্গে আজ রাত ১২ পর্যন্ত বিধানসভায় অপেক্ষা করবেন বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পা।

আস্থা ভোট নিয়ে গত ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার থেকে নাটক চলেছে কর্ণাটক বিধানসভায় ঊ এই অবস্থায় সোমবার মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীর আর্জি নাকচ করে আজ সন্ধ্যে ছটার মধ্যে আস্থা ভোট শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন অধ্যক্ষ কে আর রমেশ কুমার ঊ তবে আস্থা ভোট ছাড়াই সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও আজই আস্থা ভোট চান অধ্যক্ষ ঊ দিনভর নানা নাটকের মধ্যেই এদিন তিনি জানিয়ে দিয়েছে আজ রাত ১২ পর্যন্ত আস্থা ভোটের জন্য বিধানসভায় অপেক্ষা করবেন তিনি ঊ এদিকে বিরোধী দলনেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আজ আস্থা ভোট হবে তাই বিজেপি বিধায়করাও অধ্যক্ষের সঙ্গে আজ রাত ১২ পর্যন্ত  বিধানসভায় অপেক্ষা করবেন।

গত কয়েক দিনে কর্ণাটক বিধানসভায় একাধিকবার আস্থা-ভোটের সময় ঘোষণা করেও তা নেওয়া যায়নি। কারণ, কংগ্রেস ও জেডিএস-এর জোট সরকার এমন সব কৌশল নিয়েছিল যে শেষপর্যন্ত আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হয়নি। এর আগে বুধবার আস্থা ভোট করার আর্জি জানান কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী। এই অবস্থায় সোমবার  সকালে আস্থা ভোটের সময় ঘোষণা করেছেন অধ্যক্ষ কে আর রমেশ। তিনি জানিয়েছেন, আজ সন্ধ্যে ছটার মধ্যে আস্থা ভোট শেষ। কংগ্রেস ও জেডিএস-এর জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীকে এদিন সন্ধ্যাতেই আস্থা ভোটের মুখোমুখি হতে হবে। এর জন্য দিনভর চলে আস্থা ভোট নিয়ে আলোচনা ঊ এরই মধ্যেই একসময় অধ্যক্ষ রমেশ কুরামকে বিধানসভাকে সার্কাস সংস্থার সঙ্গে তুলনা করতে দেখা যায় ঊ এদিন দ্বিতীয়ার্ধের অধিবেশনেই শুরু হতেই বিধায়ক রঙ্গনাথন বিধানসভায় তাঁকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না বলে দাবি করেছিলেন। এর প্রেক্ষিতে স্পীকার বলেন, 'আপনি বলছেন শেষ বেঞ্চে বসা ছাত্রের কথা শুনতে। আমি তো প্রথম বেঞ্চের বাঘেদের সামলাচ্ছি। এটা একটা বড় সার্কাস সংস্থা। একটু সহযোগিতা করুন ঊ’  শেষ পর্যন্ত  এদিন তিনি জানিয়ে দিয়েছে আজ রাত ১২ পর্যন্ত আস্থা ভোটের জন্য বিধানসভায় অপেক্ষা করবেন তিনি ঊ এদিকে বিরোধী দলনেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আজ আস্থা ভোট হবে তাই বিজেপি বিধায়করাও অধ্যক্ষের সঙ্গে আজ রাত ১২ পর্যন্ত  বিধানসভায় অপেক্ষা করবেন।

এর আগে বৃহস্পতিবার দিনভর নানা টানাপোড়েনের পর, শেষ পর্যন্ত কর্ণাটক বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়ঊ ফলে থমকে যায় আস্থাভোটের প্রক্রিয়াঊ ক্ষোভ জানিয়ে বিধানসভাতেই রাত কাটালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা-সহ সমস্ত বিজেপি  ঊ এরপরই আসরে নামেন রাজ্যপাল বাজুভাই বালা। শুক্রবার দুপুর দেড়টার মধ্যে আস্থা ভোট করতে হবে, কুমারস্বামী ও বিধানসভার অধ্যক্ষকে চিঠি লিখে এমন নির্দেশই দেন রাজ্যপাল।

ছয়ের পাতায়

# হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

## খাওয়া সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি কি?

ঢের হয়েছে মশাই। এবার ব্যাপারটা না হলে আর চলছে না। আরে, আমরা হলাম গিয়ে বাঙালি। আমাদের একটা জ্যাতাভি মান বলে কিছু আছে তো! গ্লোবাইলাইজেশনের যুগে বাংলা ভুলে যতই বং হই না কেন, আত্মাটাতো এখনো সে বাঙালিই আছে। তাই এসব গাল গপ্প আর কতদিন সহ্য হয় বলুন তো।

কি নিয়ে কথা বলছি বুঝতে পারছেন না নিশ্চয়? তা বুঝবেন কি করে। কোনো দিন কোনো কিছু নিয়ে একটু তলিয়ে ভেবেছেন নাকি। সারা জীবন সামনের লোকটা যা বলে এসেছে, তাতে গলা মিলিয়েছেন শুধু। আরে মশাই আমি এতসব কথা বলছি বাঙালি খাবার নিয়ে। এই যে আমাদের নানা পদ নিয়ে এত রকমের দারণা, সেগুলি আদৌ ঠিক কিনা। তা কখনো ভেবে দেখেছে? কোনো কিছু না ভেবেই এটারসঙ্গে ওটা খাওয়া যায় না, এটা খেলে সেটা হয়— এমন সব ধারণা অন্ধের মতো মেনে চলেছেন।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবেন কত এক্সপেরিমেন্ট কত ঘাম ঝরানোর পর একটা একটা বাঙালি পদের আবিষ্কার হয়েছে। মিষ্টির কথাই ধরুন না। সময়টা ১৯ শতক হবে হয়ত। সে সময় জন্ম নিয়েলি এক নতুন পদ। ছানার মিষ্টি। এর আগে বাঙালি জিহ্বা শুধুমাত্র ক্ষীরের মিষ্টিই চেখেছিল। ছানা তখন বাঙালির কাচে ছিল অপাংক্তেয়। উত্তর কলকাতায় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের তৈরি নতুন বাজারে শুরু হল ছানার মিষ্টি নিয়ে নানা গবেষণা। শেষে নানা হাত ঘুরে জন্ম হল সন্দেশের। পরে নলিনচন্দ্র দাসের একক চেষ্টায় বঙ্গজীবনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল ছানার সন্দেশ। এর কিছু বছর পর ১৮৭৮ সালে আরেক মিষ্টি বিক্রেতা নবীনচন্দ্র দাস ছানার সঙ্গে সুজি মিশিয়ে তৈরি করলেন রসগোল্লা। আজও বাঙালির ভুরিভোজের আসর রসগোল্লা আর সন্দেশ ছাড়া ভাবাই যায় না।

তাহলে এবার ভাবুন বাঙালি খাবারের এতদিনকার এই যে ইতিহাস, তা কিছু বুল ধারণার জন্য কি এমনভাবে শেষ করে দেওয়া যায়?

পিয়াজ বড় হট, খেলে করবে ছটফট—

পিয়াজ খেলে নাকি গা গরম হয়। বাজে কথা। পিয়াজ খেলে বরং পাকস্থলী ঠান্ডা হয়। তবে এই ছোট্ট সবজিটি গরম তেলের সংস্পর্শে এলেই চরিত্র বদল করে গরম হয়ে যায়। তাই রান্না করা পিয়াজ গা গরম করে, কাঁচা পিয়াজ নয়। প্রসঙ্গত, এই খাবারটা গরম, এটা ঠান্ডা— এই ধারণাটা এসেছে চীনা তত্ত্ব, ইন অ্যান্ড ইয়েং অব ফুড থেকে। যে সব খাদ্য হার্টকে উদ্দীপিত করে, সে সব খাবার হল ইয়েং ফুড। আর যা খেলে পাকস্থলী ঠান্ডা হয়, সেগুলি ইন ফুড। পিয়াজ একটি ইন ফুড।

ফুলকো লুচি বনাম ন্যাতানো লুচি—

কেউ বলতে পারেন ফুলকো লুচি ভালো, না ন্যাতানো লুচি? না আমি স্বাদের দিক থেকে বলছি না। কোন লুচিটা খেলে শরীরের কম ক্ষতি হয়, সেটাই এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। শুনলে অবাক হবেন ছাঁকা তেলে ভাজা লুচি খেলে শরীর খারাপ হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। কারণ ফুলকো লুচি হয় তেল চুপচুপে। তাই ঠান্ডা লুচি বেঁদে দিয়ে যতই ভালো লাগুক না কেন, তা কোলেস্টেরল বাড়ায় হুড়মুড় করে।

কুমড়োভাজা, শরীর তাজা—

ভাতের সঙ্গে রোজ একটু করে কুমড়ো সেদ্ধ ব্যস, তাহলেই শরীর থাকবে চাঙ্গা, রোগ থাকবে দূরে— মা ঠাকুমাদের এই সেকেলে ধারণাটি একদমই ঠিক নয়। কারণ সেদ্ধর থেকে কুমড়ো ভাজা শরীরের পক্ষে বেশি ভালো. গবেষণায় দেখা গেছে ঢাউস এই সবজিটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে, যা একমাত্র তেলের সংস্পর্শে এলেই সক্রিয় হয়। সেদ্ধ অবস্থায় এই ভিটামিনটি সে ভাবে কাজ করতেই পারে না। যে কারণে কুমড়ো সেদ্ধ খেলে শরীরের আলাদা করে কিছু ভালো হয় না। তাই ঠাম্মারা আজ থেকে আর সেদ্ধ নয়, ভাজা কুমড়োর জয়গান শুরু করুন।

খিচুড়ি নাকি অ্যাসিড ফ্যাক্টরি—

খিচুড়ি নামক খাদ্যটির সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা সে কোন কাল থেকে। তবুও দেখ এই সুস্বাদু খাবারটিকে নিয়ে কত গুজব। কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তো এও দাবি করেন, যে খিচুড়ি খেলেই নাকি অ্যাসিড হয়।

ভুল, সব ভুল! দোষটা আসলে খিচুড়ির নয়। আমাদের রান্নার পদ্ধতির। আমরা চাল ও ডাল একসঙ্গে দিয়ে খিচুড়ি রান্না করি। আর সেখানেই করি ফেলি আসলভুলটা। কারণ চাল যত তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়, ডাল অত ঝটপট সেদ্ধ হয় না। ফলে ডালটা কাঁচাই থেকে যায়। যে কারণে খিচুড়ি খেলেই অনেকের পেট ভার, বুক জ্বালা আর অ্যাসিড হয়। এবার থেকে খিচুড়ি রান্নার সময় প্রথমে হাঁড়িতে ডাল দিন। এর কিছুক্ষণ পর চাল মেশান। এতে চাল এবং ডাল দুটোই সমান সেদ্ধ হয়ে যাবে। দেখবেন আর কোনো সমস্যাই হচ্ছেনা।

বাঙালির ভাত ঘুম—

একথা ঠিক যে ভাত খেলেই ঘুম পায়। কারণ ভাতের মধ্যে মেলাটোনিন নামে একটি উপাদান থাকে, যা ঘুম ডেকে আনে। প্রসঙ্গত, ভাতের পাশাপাশি আলু, বার্লি এবং সিঙ্গাপুরি কলাতেও মেলাটোনিন থাকে। তাহলে প্রশ্ন, আলু বা সিঙ্গাপুরি কলা খেলে কেন ঘুম পায় না? উত্তরটা খুব সহজ। আমরা যে পরিমাণে ভাত খাই, সে পরিমাণে কি আলু বা সিঙ্গাপুরি কলাই খাই?

ভাতে মেদ বাড়ে, কমে রুটিতে—

ভাত আর রুটির নিউট্রিশন ভ্যালু একই। তাই ভাত খাওয়ার সঙ্গে মোটা হওয়ার যেমন কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনি রুটি খেলেই তরতর করে মেদ ঝরবে, এমনটাই হয়না। আমরা সাধারণত ভাত খাই ডাল ও মাছের ঝোল দিয়ে। মাঝ ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। আর ডাল প্রোটিন সমৃদ্ধ। সঙ্গে ভাতের মধ্যে দিয়ে শরীরে কার্বোহাইড্রেট ঢোকে। তাই পুষ্টিগত দিক থেকে ভাত যে রুটির থেকে অনেক কদমই এগিয়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ডালে ডালে ইউরিক অ্যাসিড—

ডালের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিড বাড়া বা কমার কোনো সম্পর্ক নেই। জেনে রাখা ভালো, যে সব খাবারে হাইপোজেনথিন নামক উপাদানটি থাকে, কেবলমাত্র সে সব খাবার খেলেই শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য ঘটে। প্রসঙ্গত, শুধু মুসুর ডাল কেন, কোনো ডালেই এই উপাদানটি থাকে না। যদিও ভাতের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের সম্পর্ক নিবিড়। কারণ ভাতের মধ্যে সিম্পল সুগার খুব বেশি পরিমাণ থাকে। যা জয়েন্টের ব্যথা বাড়ার ক্ষেত্রে বড় ভুমিকা নেয়।ছোট মাছ খাও, বাড়বে চোখের জ্যোতি—

এই ধারণাটি অর্ধ সত্য। চোখের ক্ষমতা বাড়ায় ভিটামিন এ।

## অবসাদ কীভাবে কাটাবেন?

চাপ বাড়ছে মনের উপর। পাহাড় প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন।

দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।

শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন।

অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান।

কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান।

এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, ‘আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই। আমি অনেক ভালো আছি।” সত্যিই, ভালো আছেন আপনি।

## মানসিক চাপমুক্ত ও মন ভালো রাখতে একা থাকুন

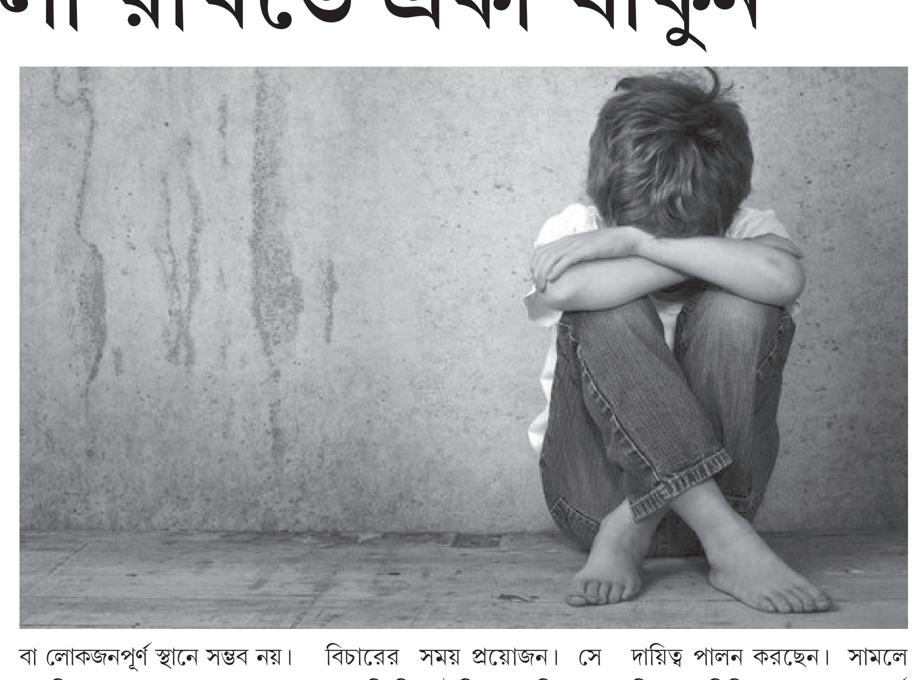

একা থাকা মানেই অলস জীবন যাপন, দুশ্চিন্তা আর সময়ের অপচয় মনে করেন অনেকে। কিন্তু সলিটিউড আর লনলিনেস শব্দ দুটি কিন্তু ভিন্ন। বেশিরভাগই এ দু’টোকে এক বলে ভুল করেন। সলিটিউড অর্থ নির্জনতা যেখানে লনিলিনেস মানে একাকিত্ব। একা থাকা মানেই একাকিত্ব নয়। নির্জনে শুধুমাত্র নিজেকে সঙ্গ দেওয়া একটি শারীরিক ও মানসিক চহিদা। এতে ফিজিক্যাল ও মেন্টাল রিল্যাক্সমেন্ট হয়।

লনলিনেটস এর ফলশ্রুতিতে তৈরি হতে পারে মানসিক অবসাদ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে, সলিটিউড শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ফলদায়ক। জীবনকে আরও চিন্তাশীল, গতিশীল, সফল ও উৎপাদনশীল করতে দিনের একটি নির্দিস্ট সময় নির্জনেএকা থাকা উচিত বলে মনে করে মানসিক বিশেষজ্ঞরা। এর কিছু সফলতা রয়েছে।

চিন্তার জট মুক্তি

গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা যেটুকু সময় নির্জনে একা থাকি সেসময় আমাদরে মস্তিষ্ক ভালো ভালো সিদ্ধান্ত তৈরি ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং উদ্যম ফিরে আসে। যা কোলাহল বা লোকজনপূর্ণ স্থানে সম্ভব নয়।

মানসিক চাপ দূর

দৈনন্দিন কাজ, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মিটিং, ইত্যাদিতে মস্তিষ্কে চাপ তৈরি হয়। দিনে নির্দিষ্ট সময়ে একা থাকুন। এ সময়টায় নিজের যা ভালো লাগে, যা ভালো অনুভব করেন তাই করুণ। ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর ও মনে জোর ফিরে আসবে।

সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচারশক্তি

সারাক্ষণ অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করলেও অনেক সময় সমাধান পাবেন না। কারণ আপনার মস্তিষ্ক তথ্য নিতে থাকবে কিন্তু তা বিশ্লেষণের জন্য ভুল ঠিক বিচারের সময় প্রয়োজন। সে সময়টি নিন। ইতিবাচক চিন্তা ও সহজ জীবনবোধ নির্জনতা জীবনকে সহজ করে। সারাদিন কী কী করলেন, আপনার দিনের পরিকল্পনা কতোটুকু সফল হলো, কতোটুকু অসম্পূর্ণ থাকলো, সফল হতে আর কী করা যেতে পারে তা ভাবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দিনের এ ভাগটাই। এসবছাড়াও সম্পর্কের জটিলতা ও সমস্যাগুলো সমাধানের পথ হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এ সময়টি।

বিচ্ছিন্নতা

আপনি একাধারে ঘরে বাইরে দায়িত্ব পালন করছেন। সামলে নিচ্ছেন বিভিন্ন ধারার সম্পর্ক দিনের যেকোনো একটি ভাগে নিজেকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। নির্জন বারান্দায় সময় কাটান, ছাদে বা প্রিয় স্থানে একা সময় পার করুন। ভাবুন এই মুহূর্তে আপনি একমাত্র সত্ত্বা যাকে আপনি চেনেন ও জানার চেষ্টা করছেন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার সব সমীকরণগুলো মিলে যাবে।একটুখানিই তো সময়, এরপর না হয় ফের যুক্ত হবেন প্রিয় মানুষদের সঙ্গে ও ব্যস্ত পৃথিবীতে। ভালো থাকুন।

## নানা ঔষধি গুণে তিল

নানান গুণ রয়েছে তিলের ছোট্ট দানায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান বয়সের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব দূরে রাখে। আবার এর ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড চুল গজাতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদ জানিয়েছে, প্রসাধনী এবং বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সৌলফ্লাওয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিত সারদা জানিয়েছেন তিলের গুণাগুণ সম্পর্কে। ত্বকের সুস্বাস্থ্য --- ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এবং ক্ষয়পূরণ করতে কার্যকর তিল। সাহায্য করে আর্দ্র এবং উষ্ণ রাখতেও। এর প্রদাহরোধী‌ পাদন প্যাথোজেন ও অন্যান্য প্রদাহ সৃষ্টিকারী উপাদান অপসারণের মাধ্যমে ত্বকের লালচেভাব ও অন্যান্য সমস্যা সরাতে সাহায্য করে। এই উপকার পেতে এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ তিলের গুঁড়ো মিসিয়ে নিন। এবার মুখে ধুয়ে মুছে আধ ভেজা অবস্থায় মিশ্রণটি মাখতে হবে। সপ্তাহে এক থেকে দুইবার এটি করতে হবে. চুলের যত্নে— তিলে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যা চুলের গোড়ায় পুষ্টি সরবরাহ করে চুল গজাতে সাহায্য করে। মাথার ত্বক ময়েশ্চারাইজ করতে এবং সেখানে রক্ত সরবরাহ বাণানোর মাধ্যমে হেয়ার ফলিকল কে পুনরায় জীবিত করতে পারে তিল। দুই টেবিল চামচ তিলের তেলের সঙ্গে দুই থেকে তিন ফোঁটা রোজমেরি এসেনসিয়াল অয়েল ও এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা এবং অয়েল মিশিয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এই মিশ্রণ মাথায় মালিশ করতে হবে এবং রাসায়নিক উপাদনহীন স্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। মুখগহ্বরের যত্নে--- অন্যান্য ভোজ্য বীজজাতীয় খাবারের তুলনায় তিলে তেলের মাত্রা সবচাইতে বেশি। এটি দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্যকণা বের করার মাধ্যমে মুখগহ্বরের সুস্বাস্থ্য রক্ষাতেও ভূমিকা রাখে। হজম ক্রিয়া বাড়াতে--- কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়ার মাধমে হজমক্রিয়ার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে তিল। তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষার্থে — ক্যান্সারে চিকিৎসার জন্য কিংবা বিশেষ কোনো শারীরিক পরীক্ষার জন্য তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে আসতে হয়। এই তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব কমতে তিল উপকারী। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে — তিলে থাকা ম্যাগনেশিয়াম ও অন্যান্য উপাদান ইনসুলিন ও শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এটি উপকারী। চুল পাকা ঠেকাতে — এর অ্যান্টি এজিং উপাদান চুলে পুষ্টি যোগায় এবং অকালে চুল পাকা রোধ করে। প্রদাহ রোধে --- হাড়ের জোড়, হাড় ও পেশিতে হওয়া প্রদাহ সারাতে উপকারী তিল। রোদপোড়া থেকে বাঁচাতে --- প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এসপিএফ থাকে তিলে, যা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে বাঁচায়। এত গুণের কথা জেনে সকাল বিকাল তিল খেতে বসে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়।

## স্টেম সেল থেরাপি

মনে করুন কোনো একটি অসুস্থতা নিয়ে আপনি ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন। আর ডাক্তারবাবু আপনার শরীরের বিশেষ কিছু কোষ বিশেষ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে সেগুলি দিয়েই চিকিৎসা করলেন। যোগ চমৎকারভাবে সেরেও গেল। কেমন হবে ব্যাপারটা?

স্টেম সেল—এর মাধ্যমে বৈপ্লবিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরকম দিন আর দূরে নাই। কী এই স্টেম সেল?

গড়পড়তা সাধারণ কোষ বলতে আমরা যা বুঝি স্টেম সেলের চরিত্রে তার সঙ্গে আরো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে।

এরা হল দেহের কিছু কোষসমূহ, যেগুলি অবিভেদিত বা অপৃথীকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং যেগুলি থেকে একদিকে যেমন বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পৃথীকত কোষগুলি সৃষ্ট হয় এবং অন্যদিকে মাইটোসিস পদ্ধতিতে স্টেম সেলগুলি বিভাজিত হয়ে আরো বেশি পরিমাণ স্টেম সেলও তৈরি হয়। স্টেম সেলগুলি মূলত দুই প্রকারের হয়---ভ্রুণের একটি বিশেষ দশা ব্লাস্টোসিস্ট থেকে সংগৃহীত এমব্রায়োনিক স্টেম সেল এবং অ্যাডাল্ট স্টেম সেল ---যেগুলি দেহের বিভিন্ন টিস্যু এবং অঙ্গে ছড়িয়ে থাকে। চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত স্টেম সেল নানাভাবে সংগ্রহ করা যায় --- যেমন, অস্থিমজ্জা, অ্যাডিপোজ কলা, রক্ত, এমনকী জন্মের পরপরই নাভিনালি থেকেও প্রচুর পরিমাণে স্টেম সেল সংগ্রহ করা যায়।

পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে স্টেম সেল কালচার করার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। খুব সম্প্রতি তো একটি ওয়েবসাইট-এ একদল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে একটি নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মাত্র ৩০ মিনিটে ভ্রুণজ জৈব পদার্থ ছাড়াই স্টেম সেল তৈরি করা যাচ্ছে। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্টেম সেল-এর ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং গবেষণার পরিধি এতটাই বহুবিস্তৃত যে বলে শেষ করা কঠিন।

প্রথমদিকে শুধুমাত্র অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন---এর কাজে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে লিউকোমিয়া এবং লিম্ফোমা জাতীয় ক্যানসারের চিকিৎসায় সাইকোটক্সিস ওষুধের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলি প্রতিস্থাপন হিসাবেও স্টেম সেল ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিভিন্ন ব্রেন ক্যানসারের চিকিৎসায় স্টেম সেল ব্যবহারে ভালো সাড়া মিলেছে। স্ট্রোক, দুর্ঘটনাজনিত মস্তিস্কে আঘাত, এমনকী মস্তিষ্কের কিছু ডিজেনারোটিভ ডিসঅর্ডার যেমন, পারকিন্সন ডিজিজ, স্টেম সেল থেরাপি পরীক্ষামূলক স্তরে সফল। তাছাড়া আমবিলিকাল কর্ড ব্লাড থেকে সংগৃহীত স্টেম সেলকে ক্ষতিগ্রস্ত সুষান্মাকান্ড-এর অংশে প্রয়োগ করেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অসুবিধারস উপশম সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষামূলক প্রাণীতেও স্টেম সেল-এর গবেষণায় অনেক সাফল্য মিলেছে, যেমন প্যারালিসিসে আক্রান্ত কুকুর স্বাভাবিকভাবে আবার হাঁটতে পারছে ইত্যাদি। পরীক্ষামূলক স্তরে মানুষের ওপর গবেষণায় যে যে সাফল্যগুলি মিলেছে সেগুলি নিম্নরূপ---মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (পর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহের অভাবজনিত কারণে হৃদপেশির পচনক্রিয়া) এবং অন্যান্য হার্ট ফেলিওর---এর ক্ষেত্রে স্টেম সেল থেরাপি সফলভাবে কাজে আসতে পারে।

কয়েকটি রক্তসংক্রান্ত অসুখে অন্যের দান করা রক্তের তুলনায় বা নিজের স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসা অনেক কার্যকরী।

এছাড়া মাথার টাকের সমস্যা প্রতিরোধে, কানের কক্‌লিয়ার হেয়ার সেল-এর গোলমালের জন্য বধিরতার প্রতিকারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত চোখের কর্নিয়া ও রেটিনায় স্টেম সেলের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনতা দূরীকরণে স্টেম সেল গবেষণার উন্নতি খুবই উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে টাইপ-১ ডায়াবেটিস, অঙ্গপ্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এবং কিছু জন্মগত মানসিক রোগ দূরীকরণও সম্ভব। এছাড়া কিছু হাড়ের চিকিৎসায়, ক্ষত নিরাময় এবং শুক্রাণুর স্বল্পতার চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি উপযোগী।

যদিও বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এমব্রায়োনিক স্টেম সেল সংগ্রহ করা হয়, তা নিয়ে কিছু বির্তক থাকলেও বর্তমানে ভারতের অনেক জায়গাতেই স্টেম সেল থেরাপিকে সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য প্রয়াস শুরু হয়েছে। যেমন ব্যাঙ্গালুরুর সেন্টার পর স্টেম সেল রিসার্চ ও হায়দারাবাদের সেন্টার ফর স্টেম সেল সায়েন্স ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর রিজেনেরেটিভ ডিপার্টমেন্টে এই নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা ও সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চিকিৎসাও শুরু হয়েছে।

এই বছর ২০ ফেব্রুয়ারি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটি কর্ড ব্লাড ব্যাংক-এর উদ্বোধন করেছেন। যেখানে প্লাসেন্টা জাত ভ্রুণ পদার্থ ও নাভিনালির রক্ত এবং তা থেকে প্রাপ্ত স্টেম সেল বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো সহজলভ্য হয়।

সম্ভাবনা অনেক। বাধাও আছে কিছু। তবে সব বাধা অতিক্রম করে আগামী দিনের চিকিৎসা ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী সোপান হয়ে উঠবে স্টেম সেল থেরাপি---বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত। আমরাও সেইদিনের অপেক্ষায় থাকব।

## নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করতে পারে, তাদের মস্তিষ্ক না

কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে অন্যকে সহযোগিতা করতে আমরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে থাকি। অনেক সময় মতের বিল হয় না। বিশেষত লিঙ্গ প্রশ্ন এলে। এর কারণ উঠে এসেছে সম্প্রতি একটি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদাভাবে সক্রিয় থাকে। বিষয়টা এমন নয়- নারী বা পুরুষ একে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে না।

এই গবেষণার জ্যেষ্ঠ স্বত্তাধিকারী এবং স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপকের মতে, বরং তাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য আছে।

অতীতের গবেষণায় নারী পুরুষের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও, নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যখন নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে সমস্যা সমাধান করতে যান তাদের কৌশলগত কিছু পার্থক্য থাকে। একজন পুরুষ সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে, কোনো বিষয় সম্পর্কে দৃশ্যকল্পনা তৈরি করে। অন্যদিকে নারীরা সমস্যার একটি বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে সমাধান করে এবং তুলনা করে। নারীরা সূত্রের ব্যবহারও বেশি করে থাকে। একজন পুরুষ কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে গাণিতিক নমুনা নির্ধারণ কর ভেন চিত্র তৈরি করে। রেইস এবং তার সহকর্মীরা মোট ২২ জনকে গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করেন নারী এবং পুরুষের চিন্তর পার্থক্য খুঁজে বের করতে। তারা বলেন, ‘নারী এবং পুরুষের চিন্তায় যে পার্থক্য এটা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। নানা দিক থেকে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক’। দলবদ্ধ হয় কাজ করার ক্ষেত্রে এই গবেষণা খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, বিশেষ শিশুরা যাদের সামাজিক আচরণগত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য আরও বড় আকারে এই গবেষণা চালানো হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যেসব শিশুরা জন্ম নে, তারা হতাশ, উদ্বিগ্নতাসহ নানা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আরও গভীরভাবে গবেষণা করা হলে, তাদের সঙ্গে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যাবে, যোগ করেন রেইস।

সোমবার রাজধানীতে সিপিএম এর এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

# বাংলাদেশে আবারও দুই আওয়ামি লিগ নেতাকে গুলি করে হত্যা

ঢাকা, ২২ জুলাই (হি.স.) : সাতক্ষীরা ও বান্দরবনে দুই আওয়ামি লিগ নেতাকে সোমবার গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সাতক্ষীরায় নিহত হয়েছেন নজরুল ইসলাম এবং বান্দরবানে মংমং থোয়াই মারমা। সাতক্ষীরা শহরতলীর কাসেমপুর স্টোন ব্রিকস এলাকা ও বান্দরবানের শামুকছড়ি এলাকায় এ হত্যার ঘটনা ঘটে।

নজরুল ইসলাম সদর উপজেলার আগরদাড়ি ইউনিয়ন আওয়ামি লিগের সহ-সভাপতি ছিলেন। পুলিশ জানায়, সকালে কদমতলা বাজার থেকে বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন নজরুল ইসলাম। তিনি সদর উপজেলাধীন কদমতলা-বৈকারী সড়কের কাসেমপুর স্টোন ব্রিকস এলাকায় পৌঁছালে সেখানে আগে থেকে ওত পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এ সময় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মোটরসাইকেল চালিয়ে এগিয়ে যান তিনি। এক পর্যায়ে কাসেমপুর হাজামপাড়া এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেল থেকে রাস্তায় পড়ে যান নজরুল ইসলাম। সেখানেই মারা যান তিনি। ঘটনার পরপরই এলাকাবাসী সাতক্ষীরা-বৈকারি সড়ক অবরোধ করে। এর আগে নিহত নজরুল ইসলামের ভাই সিরাজুল ইসলামকে বোমা মেরে হত্যা করেছিল সন্ত্রাসীরা। বছর দুয়েক আগে তার ভাইপো আওয়ামি লিগের অঙ্গ সংগঠন যুবলিগের নেতা রাসেল কবীরকেও গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা।

বান্দরবানে নিহত মংমং থোয়াই মারমা তারাছা ইউনিয়ন আওয়ামি লিগ সভাপতি বলে জানা গেছে। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নিজ মোটরসাইকেলে রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর থেকে বান্দরবানে ফিরছিলেন মংমং থোয়াই মারমা। এ সময় শামুকছড়ি এলাকায় পৌঁছালে সন্ত্রাসীরা তার পথরোধ করে কাছ থেকে তাকে ব্রাশ ফায়ার করে। এতে তার শরীরে কয়েক রাউন্ড গুলিবিদ্ধ হয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় বান্দরবানে নিয়ে আসার পথেই তার মৃত্যু হয়।

বান্দরবান জেলা আওয়ামি লিগের যুগ্ম সম্পাদক ও রোয়াংছড়ি উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান হ্লা থোয়াই হ্রী মারমা জানান, কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে-সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি। এর আগে সদর উপজেলা আওয়ামি লিগের সহ-সভাপতি মং প্রু, বান্দরবান পৌর আওয়ামি লিগের যুগ্ম-সম্পাদক চথোয়াই মংসহ বেশ কয়েকজন আওয়ামি লিগ নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এসব ঘটনার জন্য আওয়ামি লিগ জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করে মামলা করেছে। মামলায় জনসংহতি সমিতির কয়েকজন সিনিয়র নেতা কারাগারে আটক আছেন। এবারও মংমং থোয়াইর আত্মীয়-স্বজন এ ঘটনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতিকে দায়ী করেছে। তবে জনসংহতি সমিতির নেতারা এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

# সোনার মেয়ে হিমাকে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিগবি, শচীন-সহ ভারতীয় নেটিজেনদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

গুয়াহাটি, ২২ জুলাই (হি.স.) : ইউরোপিয়ান সার্কিটে অসম-কন্যা দুরন্ত হিমা দাস ১৮-দিনে যেভাবে পাঁচটি সোনা জয় করে ভারতকে গৌরবোজ্জ্বল করেছেন, তাতে উচ্ছ্বসিত গোটা দেশ। আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় একের পর এক স্বর্ণজয়ের ধারা অব্যাহত রাখায় 'ধিং এক্সপ্রেস' হিমা দাসকে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অসম-অরুণাচল প্রদেশ-ত্রিপুরা-মেঘালয়-নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মাস্টারব্লাস্টার শচীন তেণ্ডুলকর, বিরাট কোহলি, সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন, মোহময়ী অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা-সহ একাধারে দেশের তারকা-মহাতারকাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দুর্দান্ত প্রদর্শনের বলে দেশবাসীর নয়নের মণি অসম-কন্যা হিমা দাসকে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ গতকালই টুইটারযোগে অসমিয়া ভাষায় অভিনন্দন জনান। টুইটারের মাধ্যমে নিজের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে ২০২০ সালের অলিম্পিকে ভারতের জন্য বিজয়বার্তা কেড়ে আনার কামনা করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনি লিখেছেন, দুই সপ্তাহে পাঁচটি স্বর্ণপদক! হিমা দাস, এটা সত্যিই দুর্দান্ত প্রদর্শন। তুমি এভাবেই দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাও এবং উজ্জ্বল হতে থাক। তোমার এই সাফল্য ২০২০ সালের অলিম্পিকে ভারতের জন্য বিজয়বার্তা কেড়ে আনুক, তা-ই কামনা করছি...।

পরে হিমা দাসও টুইটারের মাধ্যমে অসমিয়া ভাষায় অভিনন্দন জানানোয় রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদসূচক মন্তব্য করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু ছাড়া আজ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে অভিনন্দন জানিয়েছেন সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন। তিনি লিখেছেন, হিমা, তুমি ভারতের গর্ব। টু দ্যা মুন বিওন্ড...ইনডিড বাট উই নিড টু অ্যাড অ্যানাদার মুন ফর শি হ্যাজ ডান ফাইভ নাও, অ্যামেজিং

একইভাবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলিও হিমাকে অভিনন্দন এবং অগামী দিনের শুভেচ্ছা জানান। টুইটে তিনি লিখেছেন, ফেনমেনন অ্যাচিভমেন্ট বাই আওয়ার গোল্ডেন গার্ল হিমা। ইউ আর সার্টেনলি মেকিং আস প্রাউড। হ্যাটস অফ টু ইউর স্পিরিট। উইশ ইউ কনটিনিউড সাকসেস।

বলিউডের মোহময়ী অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা হিমাকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন, ৫ গোল্ড মেডেলস, ১ গার্ল! ইউ আর অ্যান একজামপ্লারি একজাম্পল অফ সলিড গার্ল অ্যান্ড ডিটারমিনেশন অ্যান্ড অ্যা হিউজ ইনস্পিরেশন টু ইয়ং গার্লস। এর জবাবে অনুষ্কাকে হিমা লিখেছেন, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড আই অ্যাম অ্যা বিগ টাইম ফ্যান অব ইউ।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের উইকেট কিপার ঋষভ পন্তও দৌড়ের রানি হিমাকে "ভারতের সোনার মেয়ে" ও "বস" বলে সংবোধন করে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, ইউ আর অ্যান অ্যাবসলিউট ইনস্পিরেশন।

ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি শচীন তেণ্ডুলকর হিমা দাসকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানানো পাশাপাশি টুইটারের মাধ্যমেও অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। টুইটারে তিনি লিখেছেন, হিমার মধ্যে জয়ের খিদে রয়েছে, তা দেশের যুব সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত।

শচীনের শুভেচ্ছাবার্তার পর তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন হিমা লিখেছেন, দেশে ফিরেই মাস্টার ব্লাস্টারের কাছে আশীর্বাদ নিতে যাবেন তিনি।

প্রসঙ্গত গতকালই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোনার মেয়ে হিমাকে তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনন্দনবার্তার সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, গত কয়েকদিনে অ্যাথলিট হিমা দাসের অর্জিত সাফল্যে ভারত গর্বিত। হিমা যেভাবে আলাদা টুর্নামেন্ট থেকে পাঁচটি সোনা আদায় করেছেন তা অসাধারণ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছার জবাব দিয়েছেন হিমা দাস। বলেছেন, কঠিন পরিশ্রম করে আগামী দিনে দেশকে আরও মেডেল এনে দেবো। এছাড়া কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী তথা অরুণাচল প্রদেশের সাংসদ কিরেন রিজিজু, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ অসংখ্য ভারতীয় নেটিজেনরা এত বড় সাফল্যের জন্য হিমা দাসকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

# প্রিয়া সাহা ঐক্য পরিষদ থেকে বহিষ্কৃত

ঢাকা, ২২ জুলাই (হি.স.) : আজ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের স্থায়ী কমিটির এক জরুরি সভায় সংগঠনের অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহাকে শৃংখলা বিরোধী তৎপরতার অভিযোগে সাময়িক বহিষ্কার করে সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে। জরুরি সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতিম-লীর সদস্য অধ্যাপক ড় নিমচন্দ্র ভৌমিক।

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর আয়োজিত ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রিয়া সাহা যোগ দেন তার নিজ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে। ঐক্য পরিষদ এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হলেও পাঠানো প্রতিনিধিদলে তিনি অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।

তিনি অন্য এক ব্যবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান এবং বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ও সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ নিয়ে কথা বলেন। তিনি ট্রাম্পকে বলেন, বাংলাদেশ থেকে ৩ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান নিখোঁজ হয়ে গেছে। দয়া করে আমাদের লোকজনকে সহায়তা করুন। আমরা আমাদের দেশে থাকতে চাই।

প্রিয়া সাহার এই বক্তব্যে বাংলাদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়, ব্যাপক প্রতিবাদ ওঠে। সরকারও এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানায়। এরই মধ্যে ঐক্য পরিষদ জরুরি সভা ডেকে প্রিয়া সাহাকে বহিষ্কার করলো। উল্লেখ্য ওয়াশিংটনে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ৪০ টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যোগ দেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে যে প্রতিনিধিদল যোগ দেয় তার মধ্যে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তিনজন সদস্য ছিলেন।

সোমবার এনএসইউআই এক ডেপুটেশন প্রদান করে। ছবি- নিজস্ব।

# চন্দ্রযান-২ -এর উৎক্ষেপণে ইসরোকে অভিনন্দন কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি. স.) : চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণের পর ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো-কে অভিনন্দন জানিয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা বললেন, 'চাঁদ ভারতের অপেক্ষায় রয়েছে। সফলভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে চন্দ্রযান-২। একই সঙ্গে সফল হয়েছে ভারতের প্রচেষ্টা।' সোমবার দুপুর ২.৪৩ মিনিটে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় চন্দ্রযান-২। এরপর থেকেই অভিনন্দনের বন্যা বয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে। কংগ্রেসের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে অভিনন্দন জানানো হয়েছে ইসরোকে। রচনা হল নতুন ইতিহাস। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এদিন ঘড়ির কাঁটায় দুপুর ২.৪৩ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ওছজ্রঝ থঞ্জ্ঞ-জ্জজ্জজ্জ-থঞ১ (বাহুবলী : জিএসএলভি মার্ক থ্রি রকেট) রকেটের পিঠে চেপে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ভারতের চন্দ্রযান-২। ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তের পর কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা টুইট করেছেন, 'এমন একটি মুহূর্ত যা আমাদের একটি মহান জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৩০ কোটি ভারতীয়কে গর্বিত করার জন্য যে সব বিজ্ঞানী ও স্পেস ইঞ্জিনিয়াররা দিনরাত্রি এক করে পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।' ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'চন্দ্রযান-২ -এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য ইসরোর বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে "আইএনসিওএসপিএআর", যা পরে ইসরো হয়েছে, সংস্থাকে অর্থসাহায্য করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে স্মরণ করার এটিই আদর্শ সময়। ২০০৮ সালে এই চন্দ্রযান-২ প্রজেক্টের অনুমোদন দেওয়া জন্য ধন্যবাদ ডা. মনমোহন সিং-কেও।'

## উত্তপ্ত ইলামবাজার, তোলা না দেওয়ায় ভাঙচুর অফিস, মারধর নিরাপত্তা রক্ষীকে

ইলামবাজার, ২২ জুলাই (হি.স.) : তোলা না দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ইলামবাজার থানার গোপালনগর গ্রাম। আবাসন প্রকল্পের নির্মাণ সামগ্রীর অফিস ঘর ভাঙচুর, লুটপাট, নিরাপত্তা কর্মীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইলামবাজার থানার পুলিশ।

ঘটনার সূত্রপাত ইলামবাজার থানার গোপালনগর মৌজায় বিআইটিএম সংলগ্ন অ্যাপেলো ব্যানার্জীর নামে এক ব্যবসায়ীর প্রায় পাঁচ বিঘে জায়গা জুড়ে আবাসন প্রকল্প কাজ চলছিল। অভিযোগ মহিদাপুরের কিছু দুষ্কৃতি এসে তোলার জন্য চাপ দিতে থাকে বেশ কিছু দিন ধরে। বিভিন্ন ভাবে চাপ সৃষ্টি করলেও আবাসন প্রকল্পের মালিক সেই টাকা না দেওয়ার ফলে রবিবার রাতে এই হামলা হয়। আবাসন প্রকল্পের নির্মাণ সামগ্রী ও অফিস ঘরে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতিরা। ভেঙে দেওয়া হয়েছে বাউন্ডারি দেওয়াল ও অফিস ঘরের বিভিন্ন অংশ। বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। ভাঙচুর চলাকালীন নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দিতে এলে বেধড়ক মারধর করা হয় তাদেরকেও, ধারালো অস্ত্র দিয়েও

ছয়ের পাতায়

সোমবার কর্ণেল মহিম ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

# কর্ণাটকের বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস বিধায়কদের ডেকে পাঠালেন অধ্যক্ষ রমেশ কুমার

বেঙ্গালুরু, ২২ জুলাই (হি.স.) : কর্ণাটকের অচলাবস্থার মধ্যেই বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের ডেকে পাঠালেন অধ্যক্ষ কে আর রমেশ কুমার। পদত্যাগ বিষয়ের তাঁদের মত ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দিয়ে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় বিদ্রোহী কংগ্রেস বিধায়কদের সমন পাঠিয়ে ডেকে পাঠালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ কেআর রমেশ। জেডিএস-কংগ্রেস জোটের মোট ১৬জন বিধায়ক সরকারকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। দুই সপ্তাহ আগে ১৩জন কংগ্রেসের, ৩জন জেডিএস বিধায়ক তাঁদের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে সমস্ত রকম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তাঁদের একপ্রকার বাতিলের খাতায় ফেলে দিতে আহ্বান জানিয়েছে কর্ণাটকের জেডিএস-কংগ্রেস জোট। এই অবস্থায় তাঁদের বিরুদ্ধে কর্ণাটক বিধানসভার পরিষদীয় দল নেতা সিদ্ধারামাইয়ার পিটিশনের ভিত্তিতে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস বিধায়কদের ডেকে পাঠালেন অধ্যক্ষ কে আর রমেশ কুমার। পদত্যাগ বিষয়ের তাঁদের মত ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দিয়ে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় তাঁদের দেখা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, অধ্যক্ষ কে আর রমেশ কুমার বিদ্রোহীদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিদ্রোহীরা। অধ্যক্ষ ইচ্ছে করেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করছেন না অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিদ্রোহীরা। যদিও এই মামলায় স্পিকারের পক্ষেই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়েছিল, পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হবে কি না, সেটা একমাত্র স্পিকারই ঠিক করবেন, আদালত তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবে না। সেইসঙ্গে বিদ্রোহীদের পক্ষেও রায় দিয়ে আদালত বলে আস্থা ভোটে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁদের ওপরে কোনও চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। সেই মত আস্থাভোট পর্বে বিধানসভায় অনুপস্থিত রয়েছেন তাঁরা। যা নিয়ে শাসক কংগ্রেস-জেডিএস জোট স্পিকার কে আর রমেশ কুমারকে অনুরোধ করেছিল, বিদ্রোহী বিধায়কদের ডিসকোয়ালিফাই করা হোক। অর্থাৎ তাদের বিধায়ক পদ কেড়ে নেওয়া হোক। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আগামী মঙ্গলবার বিদ্রোহী বিধায়কদের ডেকে পাঠিয়েছেন স্পিকার। তাঁর নির্দেশে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় তাঁদের দেখা করতে হবে অধ্যক্ষর সঙ্গে।

## মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানের জন্য স্নাতক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভারতের বৃত্তি

ঢাকা, ২২ জুলাই (হি.স.) : ভারত সরকার পাঁচ বছর ধরে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য ১০,০০০ বৃত্তি প্রদান করেছে। ২০১৭-১৮ সালে এই বৃত্তি প্রকল্প চালু হয়। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে ১০০০ করে মোট ২০০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেয়া হবে। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এককালীন ৫০,০০০ টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এককালীন ২০,০০০ টাকা পাবেন। ভারতীয় হাই কমিশন ও বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশের সব জেলা থেকে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। আবেদনকারীদের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্ধারিত ফরমে ২২ আগস্ট, ২০১৯ এর আগে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। হাইকমিশনের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

## ইভিএম নিয়ে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় সরব রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.) : ইভিএমের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে দেশজুড়ে যারা অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারায় মামলা চালানো হোক। সোমবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে এমনই দাবি করেছেন বর্ষীয়ান বিজেপি সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা।

বিগত কয়েক মাস ধরেই ইভিএমের নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সেই বিষয়টি রাজ্যসভায় এদিন উত্থাপন করেন রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। তিনি জানিয়েছেন বিগত কয়েক মাসে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক ভাবে প্রকাশিত খবর পড়া ও শোনার পর এমন মনে হচ্ছে যে ভারতীয় রাজনীতির কিছু প্রভাবশালী লোক ভারতের ভেতর এবং বাইরে দেশের ছবি কালিমালিপ্ত করার কাজে যুক্ত রয়েছেন। এই সকল ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা চালানো উচিত।

এই বিষয়ে জনস্বার্থ জড়িত এমন দাবি তুলে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন,লন্ডনে অবস্থিত কিছু কোম্পানি আর বড় ফার্ম ২০১৯ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে মেগা এপিসোড আয়োজন করে ইভিএমের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। আর এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। ভারতের গণতন্ত্র এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মতো

ছয়ের পাতায়

## বটুকেশ্বর দত্তের নামে হবে বর্ধমান স্টেশনের নামকরণ : খুশি স্মৃতি রক্ষা কমিটি, অসন্তুষ্ট যাত্রীদের অনেকেই

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি.স.): নাম পালটাচ্ছে বর্ধমান স্টেশনের! বর্ধমান স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হবে স্বাধীনতা সংগ্রামী বটুকেশ্বর দত্তের নামে। বর্ধমানেই জন্ম বটুকেশ্বর দত্তের। পরবর্তী সময়ে বিহারের জক্কনপুরে বসবাস করেন তিনি। তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকীতে গত শনিবার জক্কনপুরে গিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা বিহারের বিজেপি প্রধান নিত্যানন্দ রাই। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান-ও। বটুকেশ্বরের কন্যা ভারতী বাগচির সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। তারপর নিত্যানন্দ জানিয়েছিলেন, বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের নামে রাখা হবে বর্ধমান স্টেশনের নাম। ১৯১০ সালে বর্ধমান জেলায় তাঁর জন্ম হয়। বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের অংশগ্রহণ করেন বটুকেশ্বর। পরবর্তী সময়ে ভগৎ সিংয়ের সহযোগী হয়ে হামলা চালান দিল্লির ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে। এরপর ব্রিটিশ পুলিশ হত্যায় অন্যতম অভিযুক্ত ভগৎ সিং-কে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়। বটুকেশ্বরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পর পাটনায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬৫ সালের ২০ জুলাই দিল্লির এইমস-এ মৃত্যু হয় বিপ্লবী বটুকেশ্বরের।

বর্ধমান স্টেশনের নামকরণ হবে স্বাধীনতা সংগ্রামী বটুকেশ্বর দত্তের নামে, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই-এর এই ঘোষণার পরই অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছে বঙ্গবাসী। খুশি ব্যক্ত করেছেন বর্ধমানের মানুষজনও। অনেকে আবার সোশ্যাল মিডিয়া মারফত খুশি ব্যক্ত করেছেন। ৭ বছর ধরে আবেদন-নিবেদনের পর অবশেষে দাবি মিটতে চলেছে বটুকেশ্বর দত্ত স্মৃতি রক্ষা কমিটিরও।

## ভেঙে

● প্রথম পাতার পর

তবে, আইপিএফটি সূত্রে খবর বিধানসভায় দলীয় সদস্যদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই আলাদা বসার জায়গা দাবী করেছে বিজেপির জোট শরিক আঞ্চলিক দল।

## মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আনারস উৎপাদনে জড়িত বেশিরভাগ ক'ষকই হচ্ছেন জনজাতি সম্পদায়ের। তাই সরকার আনারস চাষে জনজাতি সম্পদায়ের ক'ষকদের আরও বেশি করে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ এখান থেকে ১৭ মেট্রিকটন কিউ প্রজাতির আনারস বিদেশে রপ্তানি হলো। সাথে সুগন্ধী লেবুও রপ্তানি হচ্ছে। রপ্তানিকারক সংস্থার মাধ্যমেও এখন পর্যন্ত ৫৪০ মেট্রিকটন ক্যইন ও কিউ প্রজাতির আনারস বহির্রাজ্যে রপ্তানি হয়েছে।

রাজ্যের ক'ষকদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে ও বহির্রাজ্যে রপ্তানির সরকারের এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই ক'ষকদের কল্যাণে বহু কর্মসূচি নিয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগেই রাজ্যে প্রথমবারের মতো ভারতীয় খাদ্য নিগমের মাধ্যমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১৭.৫০ টাকা কেজি করে ক'ষকদের উৎপাদিত ধান ক্রয় করার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত রূপায়িত হয়। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের ক'ষকদের কাছ থেকে ১০ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছিলো। এবছরও রাজ্যে খাদ্য দপ্তরের মাধ্যমে ক'ষকদের কাছ থেকে ধান কেনার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পূর্বতন সরকার ক'ষক কল্যাণে এ সমস্ত কোনও পদক্ষেপই নেয়নি।

অনুষ্ঠানে ক'ষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, পূর্বতন সরকারের সময় ক'ষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য পেতে পারে তারজন্য কোনও উদ্যোগ নেয়নি। আমাদের সরকার ক'ষকদের প্রাপ্য সম্মান দিতে চায়। মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু ক'ষকদের সার্বিক কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক'ষি দপ্তরের সচিব এম এল দে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, বিধায়ক ভগবান দাস, বিধায়ক সুধাংশু দাস ও বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল। এদিকে, আজ সকালে কুমারঘাটের রাধানগর হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও ক'ষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় এসে পৌঁছালে বিধায়ক ভগবান দাস, বিধায়ক সুধাংশু দাস, জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং ও পুলিশ সুপার লাকি চৌহান তাঁদের পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান।

## জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## শ্রমিকদের বিক্ষোভের মাঝেই জুট মিলে বিধ্বংসী আগুন

কলকাতা,২২ জুলাই (হি.স.) : ১০ বছর ধরে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা না পরায় সোমবার সকাল থেকে কাজ বন্ধ করে শ্রমিকরা বিক্ষোভে সামিল হয় । বিক্ষোভ চলাকালীন সোমবার বিকেলে বরানগর জুট মিলে লেগে যায় বিধ্বংসী আগুন । ঘটনাস্থলে পৌছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন । এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ।

আগুন লাগায় ক্ষতি হয়নি কারুর । আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন । যার ফলে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন । তবে,কী কারণে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি । কী থেকে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখছে দমকল কর্মীরা ।

অন্যদিকে এখনও অব্যাহত জুট মিলের শ্রমিকদের বিক্ষোভ । ১০ বছর ধরে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা পরছেনা । কারখানায় নয়টি ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় বেশ কয়েকবার আলোচনাও হয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিন্তু বেরোয়নি কোনও সমাধান সূত্র। আলোচনার পরেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি কারখানা কর্তৃপক্ষ এমনটাই অভিযোগ কারখানা শ্রমিকদের। তাদের দাবি না মানা হলে তারা কাজে যোগ দেবেন না বলেই জানিয়েছেন তারা ।

## কাটমানির টাকা ফেরতয়ের দাবীতে বিক্ষোভ ক্যানিংয়ে

ক্যানিং, ২২ জুলাই (হি. স.) : সরকারি প্রকল্পের ঘর দেওয়ার বিনিময়ে প্রতিটি বেনিফিসারির কাছ থেকে মোটা টাকা কাটমানি নিয়েছিলেন ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়ে ওই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়। উভয় পক্ষকেই মঙ্গলবার থানায় গিয়ে সমস্যার কথা জানাতে বলা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, লীলা সর্দার পঞ্চায়েতের সদস্য থাকাকালীন এলাকার কিছু মানুষকে সরকারি প্রকল্পের ঘর দেওয়ার নাম করে দশ, পনেরো, কুড়ি হাজার টাকা করে কাটমানি নিয়েছেন। এদিন গ্রামবাসীদের ৫২ জন লীলা সর্দারের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। অভিযোগ স্বীকার করলেও সেই টাকা ফেরৎ দেওয়ার ক্ষমতা নেই বলেই জানিয়েছেন লীলা সর্দার।

## সকাশে এনএসইউআই

আটের পাতার পর

কিন্তু এই রাজ্যে বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাজ্যের কলেজগুলিতে শাসক দলের অনুগত ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে এনএসইউআই।

সম্প্রতি খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজে ছাত্র সংসদে ডেকে নিয়ে অধ্যাপককে হেনস্তা ও চরমভাবে অপমানিত করার ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এ ধরনের ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক। এই ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের কার্যকলাপ কিসের ইঙ্গিত বহন করছে। সেই প্রশ্নও তুলেছেন এনএসইউআই'র রাজ্য সভাপতি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কলেজগুলিতে প্রথম বর্ষে ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নামে চাদার জুলুমবাজি শুরু হয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপেরও তীব্র বিরোধিতা করেছে এনএসইউআই।

অবিলম্বে কলেজগুলিতে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য জোড়ালো দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই ছাত্র স্বার্থে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

## ঘেরাও বিজেপির

দুইয়ের পাতার পর

ডেপুটেশন দিতে গিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সাহা বলেন, বীরভূমের থানার পুলিশ এখন তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। ওসিরা এখন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আর এসপিরা জেলা সভাপতি। পাঁড়ুই থানায় বিজেপি কর্মীদের বিনা কারণে গ্রেফতার ও মিথ্যা কেসে ফাসানো হচ্ছে।

দুবরাজপুর বিজেপির তরফ থেকে সকালেই দুবরাজপুর থানা ঘেরাও করা হয়। এরপর বিজেপির তরফ থেকে দুবরাজপুর থানা একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। বিজেপির বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন জমা পড়ে সিউড়ি থানাতেও। সেখানেও পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বিজেপি।

অন্যদিকে একই রকম ভাবে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে মহম্মদ বাজার থানাতেও বিজেপির তরফ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশন দেওয়া হয় বীরভূমের চন্দ্রপুর থানাতেও। বিজেপির তরফ থেকে জানা গিয়েছে এ ভাবে এদিন জেলাব্যাপী ২৩ টি থানায় ডেপুটেশন এবং বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

## কিশোর সিনহা

পাচের পাতার পর

সংস্থাগুলির ভাবমূর্তি ভূলুন্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল। নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে তারা গাঁ ঢাকা দিয়েছিল। এই সকল শক্তিকে বিভাজনকামী হিসেবেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

## নিরাপত্তা রক্ষীকে

পাচের পাতার পর

কোপ মারা হয় এক নিরাপত্তারক্ষীকে।

ইতিমধ্যেই ইলামবাজার থানায় আবাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইলামবাজার থানার পুলিশ। পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। সোমবার পরিস্থিতি ছিল থমথমে।

## কে আর রমেশ কুমার

তিনের পাতার পর

দুপুরের ডেডলাইন পেরোলেও আস্থা ভোট হয় না। আরও একবার ডেডলাইন দেন রাজ্যপাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আস্থা ভোট ঘিরে জট কাটেনি। নির্দেশ না মেনে উল্টে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ নিয়ে সরব হন কুমারস্বামীরা। রাজ্যপালের চিঠিকে কটাক্ষ করে কুমারস্বামী তা 'প্রেমপত্র' বলে বর্ণনা করেন। সমস্যা সমাধানে আলোচনার আশ্বাস দিয়ে বিধায়কদের খোলা চিঠি লিখেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের ফেরার আর্জি জানিয়ে কুমারস্বামী বলেছেন, আপনারা বিধানসভায় এসে বলুন, কীভাবে বিজেপি ষড়যন্ত্র করে গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চাইছে। একইসঙ্গে বিধায়কদের লেখা চিঠিতে কুমারস্বামী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি চেয়ার আঁকড়ে থাকতে চান না।

প্রসঙ্গত, গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে কর্ণাটকের নাটক চলছে। শুরুটা হয়েছিল কংগ্রেসের দশ এবং জেডিএসের তিন জন বিধায়কের পদত্যাগকে ঘিরে। তখন থেকেই সরকার ভেঙে যাওয়ার জল্পনা শুরু হয়। বর্তমানে বিদ্রোহী বিধায়কের সংখ্যা ১৬। এর সঙ্গে দু'জন নির্দল বিধায়ক রয়েছেন, যাঁরা বিধায়কপদ থেকে পদত্যাগ করেননি, কিন্তু কুমারস্বামী মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

এ দিকে বিদ্রোহীদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি কর্ণাটক বিধানসভার স্পিকার রমেশ কুমার। ইচ্ছে করেই তিনি পদত্যাগপত্র গ্রহণ করছেন না, সেই অভিযোগ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বিদ্রোহীরা। যদিও এই মামলায় স্পিকারের পক্ষেই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের সাফ বক্তব্য, পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হবে কি না, সেটা একমাত্র স্পিকারই ঠিক করবেন, আদালত তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবে না। যদিও পাশাপাশি বিদ্রোহীদের পক্ষেও রায় দিয়ে আদালত বলে আস্থাভোটে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁদের ওপরে কোনও চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। সেই মত আস্থাভোট পর্বে বিধানসভায় অনুপস্থিত রয়েছেন তাঁরা উ

২২৪ আসনবিশিষ্ট বিধানসভায় শাসক জোটের বিধায়কের সংখ্যা ছিল ১১৮। বিজেপির বিধায়কের সংখ্যা ১০৫। দুই নির্দল বিধায়ক তাদের পক্ষে আছেন। কিন্তু এদিন বিধানসভায় শাসক জোটের বিধায়ক উপস্থিত আছেন ১০১ জন। ফলে শাসক জোট নিশ্চিতভাবেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে।

## হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিক কিংবা পুর নিগমের কমিশনার বিল্ডিংয়ের প্ল্যান পার্কিংয়ের সুবিধা রাখা হলেই অনুমোদন দিতে পারবেন। পার্কিং সুবিধা ছাড়া কোনও বিল্ডিংয়ের প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া যাবে না।

পাশাপাশি এ-বিষয়ে মুখ্যসচিবকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্দেশ কার্যকরের জন্য বলেছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। তবে, এ-নিয়ে কোনও বক্তব্য থাকলে তা আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে মুখ্যসচিবকে জানাতে বলেছে। এই মামলায় পরবর্তী শুনানি আগামী ১৩ আগস্ট ধার্য করেছেন মুখ্য বিচারপতি।

## লোকসভা

● প্রথম পাতার পর

লোকসভায় বিরোধীদের অনেকেই দাবি করেছেন, এই পদক্ষেপের ফলে, স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে, তাঁদের কাজে হস্তক্ষেপ করা হবে। এই আইনকে লঘু করে দেওয়া হবে বলে অভিযোগ তুলে আপত্তি জানায় বিরোধীরা। বিলটিকে ''আরটিআই ধংসাত্মক বিল'' বলে মন্তব্য করেছে তারা। যদিও সরকারের তরফে বলা হয়, তথ্য কমিশনারের কোনও ক্ষমতা কমানো হচ্ছে না, শুধুমাত্র কতগুলি বিশৃঙ্খলা ঠিক করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, 'আমরা হস্তক্ষেপ করছি না, এবং প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনে প্রভাব পড়ার মতো কিছু করা হবে না।'

## দূরন্ত

● প্রথম পাতার পর

ঢুকে যায়। তাতে দুজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয় জনগণ দমকল ও পুলিশকে দুর্ঘটনার খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, কর্তব্যরত চিকিৎসকরা রাহুলকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে, সুমন দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে আগরতলার জিবিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।

## আগরতলা-দিল্লী

● প্রথম পাতার পর

করবে। পুনরায় ৪টা ৫০ মিনিটে বিমানটি আগরতলা থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে ৭টা ২৫ মিনিটে পৌছার কথা রয়েছে।

অসামরিক বিমান পরিবহন রাষ্ট্রমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সক্রিয় সহযোগিতায় এই পরিষেবা শুরু করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। পরিষেবা শুরু হওয়ার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এইদিকে লোকসভায় শূণ্যকালে বাংলাদেশে রাজ্যের উৎপাদিত চা বিক্রীর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার দাবী জানিয়ে বক্তব্য রেখেছেন রাজ্য থেকে নির্বাচিত সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে উন্নত গুনমানের চায়ের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা থেকে চা আমদানি করে। কিন্তু ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়া সত্বেও ত্রিপুরার চা এখনো বাংলাদেশে রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছেন প্রতিমা ভৌমিক।

## পেল রাজ্য

● প্রথম পাতার পর

দুর্বল বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনের জন্য বর্তমানে গন্ডাছড়া এলাকায় প্রায়ই বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটছে। সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় বামফ্রন্ট আমলের গাফিলতির দায় বর্তমান সরকারের উপর বর্তাচ্ছে।

রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পরই বাতিল হওয়া এই প্রকল্পটি পুনরায় মঞ্জুরের জন্য উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন তোড়জোড় শুরু করেন। উপ মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সঙ্গে বার করে যোগাযোগ করেন এবং প্রকল্পটি পূনরায় অনুমোদনের জন্য পর্ষদের কাছে আবেদন করেন। মন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ ১২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারকে অনুমোদন দেন। বাতিল হওয়া প্রকল্পটি পুনরায় অনুমোদন করে অর্থ মঞ্জুর করায় উপ মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মণ উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আমবাসা - গন্ডাছড়া এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবার মান বহুগুন উন্নত হবে। প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে ইতিমধ্যেই বিদুৎ নিগমকে নির্দেশ দিয়েছেন।

উপমুখমন্ত্রী আরও জানান রাজ্যের সার্বিক বিদ্যুৎ পরিকাঠামের উন্নয়নে সরকার ত্রিবার্ষিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ চাওয়া হয়েছিল। ব্যাঙ্ক ১৯২৫ কোটি টাকা মঞ্জুরও করেছে। মন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন যে ত্রি বার্ষিক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়ে গেলে বিদ্যুৎ পরিষেবার মন বহুগুন উন্নত হবে।

## ঝাড়গ্রামের জনসভা থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ সায়ন্তন বসুর

ঝাড়গ্রাম ২২ জুলাই ( হি. স) : তৃণমূল যত দুর্বল হচ্ছে রাজ্য জুড়ে তত সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আর যারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার, ১০০ দিনের কাজের, শৌচালয় বানানোর টাকা খেয়েছে তারা এখন গা ঢাকা দিয়েছে। সোমবার বিজেপির এক জনসভায় যোগ দিতে এসে এভাবেই তৃণমুলকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বসু। এদিন বড়ডাঙা গ্রামে জনসভাতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তৃণমূল এবং সিপিএম ছেড়ে দুই হাজার কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেছেন বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব।তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ , সায়ন্তন বসু সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিন রাজ্য নেতৃত্ব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অবনী ঘোষ , সঞ্চিত মাহাতো সহ প্রমুখ।এদিন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলেন 'তৃণমূল যত দুর্বল হচ্ছে রাজ্য জুড়ে তত সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আর যারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার, ১০০ দিনের কাজের, শৌচালয় বানানোর টাকা খেয়েছে তারা এখন গা ঢাকা দিয়েছে। ২১ জুলাই শহীদ দিবসে গুলি চালিয়েছিল সিপিএম। কংগ্রেসর কর্মীর নিহত হয়েছিলেন। আর ২১ শে জুলাই শহীদ দিবস পালন করছে তৃণমূল। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী গালি দিচ্ছে বিজেপিকে। এবারে একুশে জুলাই লোক হয়নি কারণ যারা কাটমানি খেয়েছে তারা শহীদ দিবসের আশেপাশেও আসতে পারেননি। সরকারের টাকা লুটপাট করেছে তৃণমূলের নেতারা। 'তিনি আরো বলেন 'আদিবাসী মানুষজনদের জল জঙ্গল অধিকার কেড়ে নিয়েছে এই সরকার।

**ORDER**

Whereas, in order to keep peace & tranquility under North Tripura District during ensuing General Panchayat Election, 2019, it is felt necessary to keep all private licenced firearms in Govt.safe custody,

Now therefore, in exercise of power conferred upon me under the Arms Act. 1959, I, Sri RAVAL H. KUMAR, District Magistrate & Collector, North Tripura District, do hereby order that all licensee of firearms under North Tripura District area should deposit their firearms and ammunition in their nearest Police Station after obtaining a receipt by 24-07-2019 positively, failing which appropriate action will be taken as per Arms Act 1959.

Any person having in his /her possession any arms or ammunition beyond the above date shall be prosecuted and his her arms ammunition will be confiscated under section 188 of IPC.

This order will not be applicable to the Police personnel, TSR, CRPF, Armed Forces, Armed

Forest Guards on duty and firearms used in Banks, SIS Cash Services Pvt. Ltd and Indian Oil for security duty.

This order will take immediate effects and will continue till completion of Election process. After end of the period of election process, firearms will be released from concerned Police Stations within 7 days.

The Police Authority should take necessary steps accordingly. Giyen under my hand and seal on 18th July, 2019.

(Sri Raval H. Kumar, IAS)
District Magistrate &
Collector North Tripura:
Dharmanagar.

ICA/D-566/2019-20

## রোহিঙ্গা

● প্রথম পাতার পর

এসেছেন সে-বিষয়ে কিছুই জানাচ্ছেন না। ওই জওয়ানের কথায়, আগামীকাল ফের দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীর মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আশা করা যাচ্ছে, তাতে ১২ জন রোহিঙ্গাকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হতে পারে।

## আগরতলাকে

● প্রথম পাতার পর

৬০ জন মানুষ বৃক্ষরোপণ করছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীজায়া নীতি দেব বলেন, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গাছ লাগানো খুবই জরুরি। তাই তিনি আহ্বান রাখেন, সময় পেলেই গাছ লাগান।

## সন্তানের

● প্রথম পাতার পর

হাতে মার খেয়ে অপমানে বাড়ি ফিরে আত্মঘাতী হয়েছেন বৃদ্ধ দম্পতি।

## ভাসল ইসরো

● প্রথম পাতার পর

করে গত ১৮ জুলাই ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২২ জুলাই দুপুর ২.৪৩ মিনিট নাগাদ চন্দ্রযান-২-এর উৎক্ষেপণ হবে। সেই মতো সোমবার দুপুর ২.৪৩ মিনিটে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে রওনা দিল চন্দ্রযান-২। উৎক্ষেপণের আগে মসৃণ গতিতেই সম্পন্ন হয়েছে জিএসএলভি এমকে-থ্রি-এম ওয়ান (বাহুবলী : জিএসএলভি মার্ক থ্রি রকেট)-এর লিকুইড কোর স্টোরেজ (এল১১০)-এর ইউএইচ ২৫ (জ্বালানি) ভরার কাজ। এছাড়াও মসৃণ ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে লিকুইড কোর স্টোরেজ (এল১১০)-এর এন ২০৪ ও ক্রায়োজনিক স্টেজ-এর (সি২৫) লিকুইড হাইড্রোজেন ভরার কাজ। ইসরো জানিয়েছে, ২২ জুলাই দুপুর ২.৪৩ মিনিটে উৎক্ষেপণের পর ৪৮ তম দিনে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে (গন্তব্য : চাঁদের কক্ষপথ এবং দক্ষিণ মেরু, ৭০ ডিগ্রি অক্ষাংশ) পা ছোঁয়াবে বিক্রম ল্যান্ডার। সমস্ত কিছু সফল হলে চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদের মাটি ছোঁয়ার ইতিহাস গড়বে ভারত।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালের ২২ অক্টোবর যাত্রা শুরু করেছিল চন্দ্রযান-১উ চাঁদ নিয়ে চন্দ্রযান-১ ছিল ভারতের প্রথম সাফল্য।সেই অভিযানের সাফল্যই দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযান বা চন্দ্রযান-২ প্রকল্পকে উতাহিত করেছে। পরে মঙ্গল অভিযানের সাফল্য সেই প্রকল্পকে তরান্বিত করে।

'শ্রীহারিকোটার চন্দ্রযান-২ -এর ঐতিহাসিক উৎক্ষেপণ সকল ভারতীয়দের কাছে একটি গর্বের মুহূর্ত। ভারতের নিজস্ব মহাকাশ কর্মসূচির জন্য আমাদের বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের অভিনন্দন', চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণের পর টুইটবার্তায় জানালেন উচ্ছ্বসিত রাষ্ট্রপতি। গোটা ভারতের সঙ্গে সোমবারের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ-ও। এদিন দুপুর ২.৪৩ মিনিটে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় চন্দ্রযান-২। ইসরোকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি এরকম একটি অভিযানকে সমর্থন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তের সাক্ষী থেকে মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে নিজের হ্যান্ডেল থেকে পরপর চারটি টুইট করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'ইসরো নতুন প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে পারে, এবং নতুন সীমানা জয় করতে সক্ষম। চন্দ্রযান-২ আজ থেকে প্রায় ৫০ দিনের মধ্যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত প্রথম মহাকাশযান হতে চলেছে। এই মিশন আমাদের নতুন আবিষ্কারের সমন্ধে জ্ঞান দেবে বলে আশা করি। আমি টিম চন্দ্রযান-২ -এর সাফল্য কামনা করছি।'

চন্দ্রযান-২ মিশনের সফল উৎক্ষেপণের পর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের একটি বিশেষ মুহূর্তউ চন্দ্রযান-২-এর সফল উৎক্ষেপণ আমাদের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা এবং বিজ্ঞানের নতুন সীমা নির্ধারণে ১৩০ কোটি ভারতীয়ের দৃঢ়তাকে ব্যক্ত করেউ প্রত্যেক ভারতীয় গর্বিতউ টেলিভিশনের দিকে তাঁকিয়ে ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তের সাক্ষীও থাকেন প্রধানমন্ত্রীউ চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণের পর সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন, 'সফলভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে চন্দ্রযান-২। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি হৃদয় থেকে অভিনন্দন জানাই দেশবাসীকে। আমাদের বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্য। তাঁদের কৃতিত্ব দেশের গর্ব বাড়িয়েছে।'

ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, 'চন্দ্রযান-২-এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য ইসরোর বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ। উচ্চাশার এই সম্পূর্ণ ভারতীয় মিশনটি লঞ্চ করে ভারতের মহাকাশ গবেষণায় টিম ইসরো একটি অধ্যায় রচনা করল। এই বিজ্ঞানী এবং টিম ইসরোর জন্য গোটা দেশ অত্যন্ত গর্বিত।'

ইসরোর সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা টুইট করেছেন, 'দেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের মুহূর্তউ চন্দ্রযান-২-এর সফল উতেপণের জন্য ইসরো-র প্রতিটি বিজ্ঞানী ও দেশবাসীকে অভিনন্দনউ' চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণের পর ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো-কে অভিনন্দন জানিয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা বললেন, 'চাঁদ ভারতের অপেক্ষায় রয়েছে। সফলভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে চন্দ্রযান-২। একই সঙ্গে সফল হয়েছে ভারতের প্রচেষ্টা। এমন একটি মুহূর্ত যা আমাদের একটি মহান জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৩০ কোটি ভারতীয়কে গর্বিত করার জন্য যে সব বিজ্ঞানী ও স্পেস ইঞ্জিনিয়াররা দিনরাত্রি এক করে পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।' ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'চন্দ্রযান-২ -এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য ইসরোর বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে ''আইএনসিওএসপিএআর'', যা পরে ইসরো হয়েছে, সংস্থাকে অর্থসাহায্য করার বিষয়টিকে স্মরণ করার এটিই আদর্শ সময়। ২০০৮ সালে এই চন্দ্রযান-২ প্রজেক্টের অনুমোদন দেওয়া জন্য ধন্যবাদ ডা. মনমোহন সিং-কেও।'

চন্দ্রযান-২ এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রকে অভিনন্দন জানানো হল গোয়া বিধানসভার তরফে।

বর্তমানে গোয়া বিধানসভায় বাদল অধিবেশন চলছে। এই উপলক্ষ্যে স্পিকার রাজেশ পাটনেকর জানিয়েছেন, দেশবাসীর জন্য অত্যন্ত গর্বিত মুহূর্ত। চন্দ্রাভিযানের জন্য ইসরোকে অভিনন্দন। ভারত সফল ভাবে চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণ করেছে, যা খুবই গর্বের বিষয়।

চন্দ্রযান-২ সফল উৎক্ষেপণের পর ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো-কে অভিনন্দন জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বললেন, """ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এবং ইসরো-কে স্যালুট জানাই।'

চন্দ্রযান-২ এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে কৃতিত্ব দেওয়ার দায়ে এবার বিজেপির রোষের মুখে পড়ল কংগ্রেস।

চন্দ্রায়ন-২ সফল্যে কৃতিত্ব জওহরলাল নেহেরুকে দিয়ে সোমবার ট্যুইটারে কংগ্রেসের তরফে লেখা হয় যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর রিসার্চের জন্য ১৯৬২ সালে পৃথক তহবিল তৈরি করে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। পরবর্তীকালে এই সংস্থাই ইসরো নামে খ্যাত হয়। এমন দিনে সেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে স্মরণ করা উচিত। ২০০৮ সালে চন্দ্রায়ন-২ এর ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য ড় মনমোহন সিং। এরপরেই বিজেপির তরফে নলীন কোহলি বলেন, আজে ভারত যে অবস্থায় রয়েছে সেই জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীদের কৃতিত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসের ট্যুইট দেখে মনে হচ্ছে তারা শুধুমাত্র জওহরলাল নেহেরুকে কৃতিত্ব দিতে চাইছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা এবং এই বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যাওয়ার জন্য নেহেরু যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই বিষয়ে সকল দেশবাসীকে অবগত করাক কংগ্রেস। তবে নেহেরুর সাফল্য এবং ব্যর্থতা নিয়ে যথাযথ আলোচনা করা হবে।

ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বহুভাষিক সংবাদসংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রকিশোর সিনহা।

াঙ্গন

# ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গ্রিজমানের পছন্দের দল লিভারপুল

লন্ডন।। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শিরোপা জেতাটা লিভারপুলের প্রাপ্য বলে মনে করেন সম্প্রতি বার্সেলোনায় যোগ দেওয়া অঁতোয়ান গ্রিজমান। ইংল্যান্ডে গেলে স্বদেশি ফরোয়ার্ড আর্সেনালের আলেকসঁদ লাকাজেতের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চাইতেন বলেও জানিয়েছেন এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। রিলিজ ক্লজের ১২ কোটি ইউরো পরিশোধ করে চলতি মাসে গ্রিজমানকে আতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে দলে টানার কাজ শেষ করে বার্সেলোনা। ২০১৭ সালে একবার গুঞ্জন উঠেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দিতে পারেন গ্রিজমান। সে সময়ে দল-বদলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি তিনি নিজেও। অবশ্য এখন বলেছেন, স্পেন ছাড়ার ইচ্ছা তার কখনোই ছিল না।"লা লিগায় আমি অনেক মজা করেছি। আমাদের একটা জিনিস আছে যা প্রিমিয়ার লিগে নেই — সূর্য।" সমর্থকদের কারণে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিজের পছন্দের দল লিভারপুল বলেও জানান গ্রিজমান। "তারা প্রিমিয়ার লিগ জেতার যোগ্য। আশা করি ভবিষ্যতে কোনো একটা সময়ে তারা আবার এটা জিতবে।" ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কার সঙ্গে জুটি বাঁধতে চান এমন প্রশ্নের উত্তরে আর্সেনালের লাকাজেতের নাম উল্লেখ করেন গ্রিজমান।

"আমি লাকাজেতের সঙ্গে খেলতে চাইব। সে আমার একজন বন্ধু, আমরা জাতীয় দলে একসঙ্গে খেলেছি। দারুণ প্রতিভা সম্পন্ন দুর্দান্ত একজন খেলোয়াড় সে।"

সংবাদ মাধ্যমে খবর, ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড নেইমারকে পিএসজি থেকে ফেরাতে পারে বার্সেলোনা। তবে বার্সেলোনা যে এখনও খুব শক্তিশালী তা মনে করিয়ে দিলেন গ্রিজমান।"আগে তো আমাদের এটা (নেইমারের দলবদল) করতে হবে। কারণ এটা কঠিন একটা দল-বদল।"

"কিন্তু সে একজন অসাধারণ খেলোয়াড়। তার কিছু চোট ছিল। তবে সে অবিশ্বাস্য মানের একজন খেলোয়াড়।""এছাড়াও আমাদের উসমান দেম্বেলে, ফিলিপে কৌতিনিয়ো ও মালকম আছে। এরাও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। আর আশা করা যায়, আমরা তাদের নিয়ে অসাধারণ সব অর্জন করতে পারব।'

সোমবার উমাকান্ত একাডেমিতে কল্যাণ সমিতি ও সবুজ সংঘের মধ্যে ফুলটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

## পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে ঢেলে সাজাতে চান ইমরান খান

লন্ডন।। সদ্য শেষ হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে খুব বেশি ভালো ফলাফল নিয়ে ফিরতে পারেনি পাকিস্তান। পয়েন্ট টেবিলের পঞ্চম অবস্থানে থেকে বিদায় নিতে হয়েছে দলটিকে। তবে এই দলকেই ঢেলে সাজাতে নিজেই উদ্যোগ নিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও দেশটির সাবেক বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ইমরান খান।

এক অনুষ্ঠানে ইমরান বলেন, 'আমিও ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকেই ক্রিকেটের অনেক কিছু শিখেছি। যখন আমরা সেখান থেকে ফিরেছি আমরা আমাদের ক্রিকেটারদের মান উন্নত করেছি। এই বিশ্বকাপ শেষে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে আবার ঢেলে সাজানোর।'

'আমার কথা মনে রাখবেন, আমাদের দলটি অনেক পেশাদার। আগামী বিশ্বকাপে দেখবেন এদের পরিবর্তন। আমরা চলমান নিয়মনীতির পরিবর্তন করবো এবং একজন একজন করে সেরা ও দক্ষ ক্রিকেটার তুলে আনবো।'

১৯৯২ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপে ভঙ্গুর এক দল নিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান। ভাবা হয়, ইমরান খানের নেতৃত্বগুণেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তান ১৯৯৯ বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠলেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়।

## চন্দ্রাভিযান স্মরণে হ্যাজার্ডের ৫০ নাম্বার জার্সি

লন্ডন।। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর নতুন তারকা ইডেন হ্যাজার্ড কত নাম্বার জার্সি পরে খেলবেন তা এখনও প্রকাশ করেনি রিয়াল মাদ্রিদ। তবে প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে লস ব্লাঙ্কোসদের হয়ে অভিষেক ম্যাচে ৫০ নাম্বার জার্সি পরে খেলতে দেখা যায় বেলজিয়ান ফরোয়ার্ডকে।

ফুটবলে ৫০ নাম্বার জার্সি পরে খেলতে দেখা যায় না কাউকে। তবে কেন হ্যাজার্ডের গায়ে এই বিশেষ জার্সি! বিষয়টি খোলাসা করেছে রিয়াল। মূলত মানুষের চাঁদে অবতরণের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে হ্যাজার্ড এই নির্দিষ্ট জার্সি পরিধান করেন।

২০ জুলাই ১৯৬৯ সালে প্রথমবারের মতো চাঁদে পা রাখে মানুষ। চন্দ্র অভিযানের এই মাইলফলককে ভুলেননি হ্যাজার্ড। অবশ্য অভিষেক ম্যাচে হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি তিনি।

শনিবার (২১ জুলাই) যুক্তরাষ্ট্রের হস্টনে হওয়া প্রীতি ম্যাচটিতে বায়ার্নের বিপক্ষে রিয়াল পরাজিত হয় ৩-১ ব্যবধানে। ম্যাচের ৪৫ মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের পরিবর্তে মাঠে নামেন হ্যাজার্ড।

বার্নাব্যুতে হ্যাজার্ডকে সম্ভাব্য ৭ নাম্বার জার্সি পরে খেলতে দেখা যেতে পারে। লা লিগার নিয়ম অনুসারে খেলোয়াড়দের জার্সি নাম্বার ১ থেকে ২৫ নাম্বারের মধ্যে হতে হয়।

## রিয়াল ছেড়ে অ্যাতলেটিকোতে যাচ্ছেন হামেস রদ্রিগেজ!

লন্ডন।। রিয়াল মাদ্রিদের কলম্বিয়ান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হামেস রদ্রিগেজের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে রাজি হয়েছে অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ। এমনটাই জানিয়েছে কালসিওনাপোলি টোয়েন্টিফোর নামে এক ইতালিয়ান গণমাধ্যম।

৪০ মিলিয়ন ইউরো ট্রান্সফার ফি'র বিনিময়ে পাঁচ বছরের চুক্তিতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যু ছেড়ে অ্যাতলেটিকোকে নতুন ঠিকানা বানাচ্ছেন এই ২৮ বছর বয়সী তারকা। ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপের পর মোনাকো ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন রদ্রিগেজ। কিন্তু ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, লুকা মদরিচ, টনি ক্রুসদের মতো তারকাদের ভিড়ে একাদশে স্থায়ী হতে পারেননি তিনি। কোচ জিনেদিন জিদান অধ্যায়ে ২০১৭ সালে তাকে জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখে ধারে পাঠানো হয়। এক বছরের চুক্তি পর ২০১৮-১৯ মৌসুম শেষে তিনি ফিরে আসেন বার্নাব্যুতে। বাভারিয়ানদের জার্সিতে বুন্দেসলিগায় ২৮ ম্যাচে ৭ গোল ও ৬টি অ্যাসিস্ট করেছেন রদ্রিগেজ।কলম্বিয়ান তারকার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে ইতালিয়ান ক্লাব নাপোলিও। রদ্রিগেজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলেও দাবি করেছেন নাপোলি কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

## ব্রাজিলের ভালোর জন্য নেইমারের বার্সায় ফেরা চান লুইস

লন্ডন।। ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার পিএসজি থেকে বার্সেলোনাতে ফিরলে দেশের ফুটবলের মঙ্গল দেখছেন তার স্বদেশি ডিফেন্ডার ফিলিপে লুইস। অবশ্য বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলারের দল-বদল করাটা সহজ হবে না বলেও মনে করেন তিনি। চলতি দল-বদলে নেইমার ফরাসি ক্লাব পিএসজি ছাড়তে পারেন বলে বেশ কিছুদিন ধরে সংবাদমাধ্যমের খবর আসছে।

গুঞ্জন আছে, বার্সেলোনায় ফিরতে আগ্রহী ২৭ বছর বয়সী তারকা ফরোয়ার্ড। তবে ২০১৭ সালের অগাস্টে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে পিএসজিতে নাম লেখানো নেইমারের দল-বদল ব্যয়বহুল ও জটিল হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। এ বছরই আতলেতিকো মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় দল ছেড়েছেন লুইস। নেইমারের দল-বদল নিয়ে রেডিও মার্কাকে নিজের ভাবনার কথা জানান তিনি।"আমি চাই, সে বার্সেলোনাতে আসুক।" "নেইমার বার্সেলোনাতে সুখি ছিল।

## ভারতে তৈরি হচ্ছে মুরালিধরনের বায়োপিক '৮০০'

ভারতে চলছে বায়োপিকের ক্রেজ। এম এস ধোনি থেকে শুরু করে মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন, মেরি কম, মিকা সিংয়ের মতো চরিত্র নিয়ে এরই মধ্যে রুপালি পর্দায় এসেছে জীবনীভিত্তিক সিনেমা। এবার সেই ধারাবাহিকতায় ভারতে নির্মাণ হতে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কান স্পিন কিংবদন্তি মুত্তিয়া মুরালিধরনের বায়োপিক।

দক্ষিণের তামিল অভিনেতা বিজয় সেতুপতির মুরালিধরনের চরিত্রে অভিনয় করার কথা রয়েছে। তবে তিনি বর্তমানে নতুন তিনটি সিনেমায় অভিনয়ের কারণে ব্যস্ত থাকায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। প্রাথমিক পর্যায়ে সিনেমার নাম ঠিক করা হয়েছে '৮০০'।

১৯৭২ সালে ক্যান্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন মুরালিধরন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৯৯২ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলেছেন এই কিংবদন্তি। ১৩৩ টেস্ট, ৩৫০ ওয়ানডে ও ১২টি টি-টোয়েন্টি খেলে মোট ১,৩৪৭টি উইকেট নেন। এর মধ্যে টেস্টের পাওয়া ৮০০ উইকেট নিয়েই হচ্ছে এই বায়োপিক।

## সেভিয়ার কাছে লিভারপুলের হার

প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতিতে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হারল লিভারপুল। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে অনুষ্ঠিত প্রীতি ম্যাচে সেভিয়ার বিপক্ষে ২-১ গোলে হারে ইংলিশ ক্লাবটি।

বাংলাদেশ সময় সোমবার (২২ জুলাই) ভোরের ম্যাচে ৩৭ মিনিটে সেভিয়াকে এগিয়ে দেন নলিতো। বাঁ দিক থেকে তার ডান পায়ের শট জালে ঢোকে।

সাত মিনিট পরই অবশ্য সমতায় ফেরে লিভারপুল। গোলটি আসে দিভোক ওরিগির কাছ থেকে। সমতা নিয়েই প্রথমার্ধ শেষ হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটা সময়ই বলতে গেলে আক্রমণ-পুনঃ আক্রমণে কাটিয়েছে দুই দল। তবে গোল পায়নি কেউই। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মিনিটে হতাশ হয় লিভারপুল। ৯০ মিনিটে আলেহান্দ্রো পোজোর গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সেভিয়া।

লিভারপুল তাদের আগের ম্যাচে জার্মান ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছিল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

## শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলে আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র ও বনমহোৎসব পালিত

**আগরতলা, ২২ জুলাই।।** আজ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগরতলা ভোলানন্দপল্লীস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলে আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র্য দিবস ও বনমহোৎসব পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন রাজ্যের প্রবীণ সাংবাদিক তথা স্যন্দন পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক সুবল কুমার দে। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি সুবল কুমার দে এবং স্কুলের অধিকর্তা দীনবন্ধু দাস মাঠের এক পাশে গাছের চারা রোপণ করেছেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত আলোচনায় স্কুলের অধিকর্তা দীনবন্ধু দাস বর্তমান সময়ে জীব বৈচিত্র্য প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে উল্লেখ করেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে ছাত্রছাত্রী সহ সচেতন নাগরিককে বৃক্ষরোপণ ও তার পরিচর্যার যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে স্যন্দন পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক সুবল কুমার দে বৃক্ষস্বল্পতার কারণে বর্তমান পরিবেশে বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে এসব সমস্যা নিরসনে বেশি পরিমাণে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার কাজে সবাইকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্কুলের প্রশাসক আশীষ কুমার দেবনাথ। ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক সমবেত নৃত্য ও গীত পরিবেশন করেছে। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রেখেছেন স্কুলের উপাধ্যক্ষা অজয় আচার্যী।

## আমরা বাঙালীর প্রাক্তন সচিব প্রয়াত

**আগরতলা, ২২ জুলাই।।** আমরা বাঙালী দলের খোয়াই ব্লক কমিটির প্রাক্তন সচিব অতীন্দ্র দেব দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৯ জুলাই পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫বছর। তাঁর মৃত্যুতে আমরা বাঙালী দলের অপূরণীয় ক্ষতি হল বলে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। নেতারা খোয়াই অফিস টিলা প্রয়াতের বাড়ীতে গিয়ে শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সাথে মিলিত হন এবং গভীর শোক ব্যক্ত করেন।

## চার দফা দাবীতে আমরা বাঙালীর ডেপুটেশান

**আগরতলা, ২২ জুলাই।।** আমরা বাঙালী দলের এক প্রতিনিধি দল গত ১৫ জুলাই পেঁচারথল ব্লকের আধিকারিককে চার দফা দাবী সম্বলিত ডেপুটেশান প্রদান করা হয় দাবী গুলির মধ্যে মাছমারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের শয্যা বাড়ানো, কৃষকদের জন্য হিমঘর, পেঁচারথল কাঞ্চনপুর সড়কের সংস্কার সাধন ও রামগুনা গ্রাম পঞ্চায়েতে জওহর নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন। ডেপুটেশানে নেতৃত্ব দেন সুনীল সাহাজী। ডেপুটেশান শেষে এক সমাবেশে ভাষণ দেন দলের সচিব কেশব মজুমদার, নিরঞ্জন পাল প্রমুখরা। বক্তারা অভিযোগ করেন বাঙালীদের রাষ্ট্রহীন করার ষড়যন্ত্র চলছে।

## আগরতলায় বিলেতী মদ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই ।।** রাজধানী আগরতলা শহরের রাজবাড়ির উত্তর গেইট এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ আটক করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পূর্ব থানার পুলিশ উত্তরগেইটে একটি স্কুটি আটক করে। ওই স্কুটিতে করেই প্রচুর বিলেতি মদ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে স্কুটিটি আটক করে বিলেতি মদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত দু'জনকে আটক করেছে। জানা গেছে তারা বেআইনিভাবে এই মদ নিয়ে যাচ্ছিল। এ ধরনের অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সোমবার পেঁচারথলের শীলছড়া বুদ্ধঝর্ণা পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

# পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২২ জুলাই ।।** ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। বিরোধী কংগ্রেস দল শাসক দল বিজেপিকে ওয়াকওভার দিতে নারাজ কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক ঊনকোটি জেলায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে শামিল হয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে দেরিতে হলেও মাঠে নামল কংগ্রেস দল। সোমবার কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক দলের প্রচারে অংশ নিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফর করলেন। নির্বাচন-যতই ঘনিয়ে আসছে ততই সবকটি রাজনৈতিক দল প্রচার অভিযান জোরদার করে তুলছে। শাসক দল বিজেপি দিনরাত এক করে দলীয় প্রচার চালালেও বিরোধী দলগুলি কংগ্রেস ও সিপিএম মাঠ ছাড়তে নারাজ। দেরিতে হলেও অবশেষে মাঠে নামলো কংগ্রেস দল। উত্তর জেলা সফরে একদিনের জন্য আসেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। উনার সাথে আসেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস। ৫৪ কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের কদমতলা ব্লকের অধীন পৃথক পৃথক স্থানে তিনটি নির্বাচনী সভায় অংশ নেন সুবল ভৌমিক। উনার সাথে ছিলেন উত্তর জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা আব্দুল বাসিদ চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রথমে বরগোল এলাকায় একটি নির্বাচনী সভায় অংশ নেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। তারপর চুরাইবাড়ি খাদিমপাড়া ও চুরাইবাড়ি রেলস্টেশন এলাকায় নির্বাচনী সভা করেন। কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতের সকল প্রার্থীদেরকে নিয়ে পরপর তিনটি জনসভা করেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। নির্বাচনী জনসভা শেষে সংবাদ মাধ্যমের সামনে সাক্ষাৎকারে জানান, ত্রিপুরা রাজ্যের বিজেপি ওয়ান টাইম থালা গ্লাসের মত। একবারের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছে। আর আসতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। উনি আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্য সরকারের অর্থাৎ বিজেপি দলের বিধায়করা নীরবে নিভৃতে কেঁদে বেড়াচ্ছেন। দল ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোন সুপরামর্শ ও সহযোগিতা পাচ্ছেন না। উনি আশাবাদী আগামীদিনে ঐ সকল বিধায়কদের কংগ্রেস দলে যোগদানের হিড়িক পড়বে। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক আরো বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে উনি সহ বেশকিছু কংগ্রেস বিধায়ক নেতৃত্বরা বিজেপিতে যোগদান করে আড়াই দশকের সিপিএম দলকে উৎখাত করেছেন। কিন্তু উনি দীর্ঘদিন এই দলে থাকতে পারেননি। তাই তিনি পুনরায় কংগ্রেস দলে ফিরে গিয়েছেন। উনাদের লক্ষ্য একটাই ছিল দীর্ঘ আড়াই দশকের বাম সরকারকে পরিবর্তন করা। সুবল ভৌমিক আরো বলেন নির্বাচনের আগে যে বিজেপি দল বলেছিল 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' সেই বিজেপি দলের আজকের শ্লোগান হয়ে গেছে সবকা সাথ সবকা বিনাশ। শ্রী ভৌমিক আরো বলেন, উনি তিন দিনের জন্য ঊনকোটি ও উত্তর জেলায় নির্বাচনী প্রচারে এসেছেন। বিশেষ করে ঊনকোটি জেলার গৌরনগর ব্লক এবং উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের সবকটি আসনে কংগ্রেস দল প্রার্থী দিয়েছে। আর এই সকল প্রার্থীগণ বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন বলে উনি আশাবাদী। কংগ্রেসের তিনটি নির্বাচনী সভায় দলীয় তৃণমূল স্তরের কর্মীদের বেশ ভালই উপস্থিতি ছিল।

## কলেজের অধ্যক্ষ হেনস্তার প্রতিবাদে অধিকর্তা সকাশে এনএসইউআই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই ।।** খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজে অধ্যাপককে হেনস্তার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ নামক ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংসদে ডেকে নিয়ে এক অধ্যাপককে হেনস্তা করেছে বলে এনএসইউআই'র পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষককে এ ধরনের হেনস্তার ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক বলে মনে করে এনএসইউআই। এরই প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এনএসইউআই সোমবার উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

ডেপুটেশান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এনএসইউআই'র রাজ্য সভাপতি রাকেশ দাস বলেন, কলেজগুলিতে ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধা দেখার দায়িত্ব পালন করার কথা ছাত্র সংগঠনের। এটাই দীর্ঘদিনের রীতিনীতি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

## চড়িলামে বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় নাজেহাল গ্রাহকরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ জুলাই ।।** চড়িলাম বিধানসভা এলাকায় বিদ্যুতের লোড শেডিং এর নামে বিদ্যুৎ বন্ধ রাখার যন্ত্রনার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা চরম ভোগান্তিতে রয়েছে। প্রতিদিন দিনেও রাতে বিদ্যুতের লাগামহীন লোডশেডিং এর ফাঁদে পড়ে গ্রাহকদের নাভিশ্বাস উঠার উপক্রম হয়েছে। বিদ্যুতের উৎপাদন সেখানে আশাব্যাঞ্জক পর্যায়ে রয়েছে। সেখানে বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যুৎ বিভাগে গ্রাহকদের সাতে বিমাতৃসুলভ আচরণ করেই চলছে। মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে স্বভাবমূলক জবাব পওয়া যায় লোডশেডিং চলছে, কর্মীরা কাজ করছে কিংবা মেইল পাওয়ার নেই এরকম মন্তব্য করছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ কত কেভি থাকে সেটি জানার সুযোগ সাধঅরণ গ্রাহকদের নেই। কিন্তু অবাক হওয়ার কথা, সকাল থেকে শুরু করে গোটা চড়িলামের বিভিন্ন এলাাকয় সারাদিন রাত বিদ্যুতের আনাগোনার রেওয়াজ শোনা যায়. সোমবার দুপুর থেকে অন্তত ১০০ বার বিদ্যুৎ যাচ্ছে আর আসছে। প্রতিনিয়ত কমন ভাবে বিদ্যুতের ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এলাকার মানুষ।

## চন্দ্রযান-২ এর সফল উৎক্ষেপণ ইসরোকে অভিনন্দন গোয়া বিধানসভাব

পানাজি, ২২ জুলাই (হি.স.) : চন্দ্রযান-২ এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রকে অভিনন্দন জানানো হল গোয়া বিধানসভার তরফে।

বর্তমানে গোয়া বিধানসভায় বাদল অধিবেশন চলছে। এই উপলক্ষ্যে স্পিকার রাজেশ পাটনেকর জানিয়েছেন, দেশবাসীর জন্য অত্যন্ত গর্বিত মুহূর্ত। চন্দ্রাভিযানের জন্য ইসরোকে অভিনন্দন। ভারত সফল ভাবে চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণ করেছে, যা খুবই গর্বের বিষয়।

ঘড়ির কাঁটায় দুপুর ২.৪৩ মিনিট, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে জিএসএলভি এমকে-থ্রি-এম ওয়ান (বাহুবলী : জিএসএলভি মার্ক থ্রি রকেট) রকেটের পিঠে চেপে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ভারতের চন্দ্রযান-২ঊ তৈরি হল ইতিহাস! চন্দ্রযান-২ মিশনের ৪৮ তম দিনে, (চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে গড় দূরত্ব ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার) চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখবে বিক্রম ল্যান্ডার ঊ শ্রীহরিকোটার লঞ্চপ্যাড থেকে ৪৩.৪৩ মিটার লম্বা, ৬৪০ টন ওজনের জিএসএলভি মার্ক থ্রি রকেট (বাহুবলী) চন্দ্রযান-২-কে নিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেঊ ক্রমে পৃথিবী থেকে দূরে সরে চাঁদের আওতায় চলে যাবে চন্দ্রযান-২ ঊ এই অভিযানে জন্য খরচ হয়েছে ৯৭৮ কোটি টাকা।

### ক্যইনের পর কিউ প্রজাতির আনারস বিদেশে রপ্তানির সূচনা

## আনারস উৎপাদন দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা নিয়ে সরকার কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।।** ক্যুইন প্রজাতির আনারসের পর কিউ প্রজাতির আনারসও এবার বিদেশে পাড়ি দিলো। এক বছর আগে ক্যইন প্রজাতির আনারস বিদেশে রপ্তানি শুরু হয়েছিলো। আজ রাজ্যের উন্নতমানের কিউ প্রজাতির আনারস মধ্যপ্রাচ্যের দুবাইতে রপ্তানির আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মোটরস্ট্যাণ্ডে আজ সকালে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। প্রথম পর্যায়ে ১৭ মেট্রিকটন কিউ প্রজাতির আনারস দুবাইয়ে রপ্তানি হচ্ছে। সাথে ৪,০০০ সুগন্ধী লেবুও দুবাইয়ে রপ্তানি হচ্ছে। ঊনকোটি জেলার দারচই, চিনিবাগান, দেওড়াছড়া, বেতছড়া ও ধলাই জেলার নালকাটার আনারস উৎপাদকদের আনারস আজ বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর এবং নতুন দিল্লির এপিডা (ঙঞ্জক্কঙ্গঙ)-র উদ্যোগে কিউ প্রজাতির আনারস বিদেশে রপ্তানির এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সরকারের এই উদ্যোগের ফলে এখন স্থানীয় আনারস ও লেবু চাষীরা উৎসাহিত। তারা বাড়তি আয়ের পথ খুঁজে পেলেন।

দুবাইয়ে আনারস রপ্তানি অনুষ্ঠানের ফ্ল্যাগ অফ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, দেশ ও রাজ্যের অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি হয় ক'ষকের হাত ধরে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর নেত'ত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সালের মধ্যে ক'ষকের আয় দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। রাজ্য সরকারও সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার ক'ষকদের উৎপাদিত পণ্য বিশেষ করে আনারস এবং অন্যান্য ফল ও সব্জি বিদেশে এবং বহির্রাজ্যে রপ্তানির উদ্যোগ নিয়েছে। এতে ক'ষকদের রোজগার যেমন ব'দ্ধি পাবে তেমনি ক'ষকরা রোজগারের আশায় উৎসাহিত হবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই রাজ্যে বর্তমানে ১৭০০ হেক্টর জমিতে আনারস চাষ হচ্ছে। রাজ্যে এবার ১ লক্ষ ২০ হাজারের মেট্রিকটনেরও বেশি ক্যুইন ও কিউ প্রজাতির আনারস উৎপাদিত হয়েছে। আগামী দেড়, দুই বছরের মধ্যে রাজ্য সরকার আনারসের উৎপাদন ৩ লক্ষ মেট্রিকটনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। এজন্য রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে আনারস চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট

ছয়ের পাতায় দেখুন

## শ্রাবনের প্রথম সোমবার শিব পূজায় ব্রতী হলেন ভক্তরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ জুলাই ।।** অমরপুরে শিব ভক্তদের উদ্যোগে সোমবার ভোর পাঁচটায় অমরপুর বীরগঞ্জ সংলগ্ন পাকা ব্রীজ থেকে কাঁধে জলের ভাঁড় নিয়ে পায়ে হেটে উদয়পুর মহকুমাধীন মহারানী ওয়ারেং বাড়িস্থিত শিব মন্দিরে এসে শিবের মাথায় জল ঢাললো শিব ভক্তরা। এদিন প্রায় পনেরোশো জন আট থেকে আশি বয়সী মহিলা পুরুষ শিব ভক্ত পায়ে হেঁটে মহারানি ওয়ারেংবাড়িস্থিত শিব মন্দিরে আসেন। এদিন এই শিব স্নান যাত্রা উপলক্ষ্যে অমরপুরের শিব ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এদিন, মহারানী থেকেও প্রায় দুই শতাধিক শিব ভক্ত কাঁধে জলের ভাঁড় নিয়ে ওয়ারেং বাড়িতে আসেন। এদিন ওয়ারেংবাড়িস্থিত শিবমন্দিরে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি দেখাশুনা করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস ও অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান তরুণ চক্রবর্তী। এদিন সমস্ত শিব ভক্তরা ওয়ারেংবাড়িস্থিত শিবমন্দিরে এসে শিবের মাথায় জল ঢেলে শিবের পুজো দেন। এরপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। এই নিয়ে এই শিব স্নান যাত্রা তিনবছরে পড়লো। শিব ভক্তদের সুবিধার্থে শিব স্নান যাত্রায় ছিলো অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, ছিলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত। এমনটাই জানান শিব স্নানযাত্রা কমিটির আহ্বায়ক মানিক লাল পোদ্দার।

## কর্ণেল মহিম ঠাকুরের মাহাত্ম্য নবীণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান রাজস্ব মন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।।** কর্ণেল মহিম ঠাকুরের মাহাত্ম্য নবীণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, আধুনিক ত্রিপুরা গঠনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সোমবার আগরতলায় কর্ণেল মহিম ঠাকুরের ১৫৫-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে পুর নিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা কর্ণেল মহিম ঠাকুরের জীবনি ত্রিপুরার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলেন। রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মাও এই দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে কর্ণেল মহিম ঠাকুর স্মৃতি সংস্থা এবং পুর নিগমের যৌথ সহযোগিতায় কর্ণেল মহিম ঠাকুরের ১৫৫-তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে পুর নিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, বহিঃবিশ্বের সাথে ত্রিপুরাকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে কর্ণেল মহিম ঠাকুরের বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-সহ আরও অনেক স্বনামমধন্য ব্যক্তিত্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু, নবীণ প্রজন্ম তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানে না, আক্ষেপের সুরে বলেন পুর নিগমের মেয়র । তাই তিনি পাঠপুস্তকে কর্ণেল মহিম ঠাকুরের জীবনি অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলেন ।

বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাও ওই দাবির সমর্থন করেন । তাঁর কথায়, কর্ণেল মহিম ঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভা ছিল । তাঁর সময়কাল ত্রিপুরার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় । রাজস্বমন্ত্রীর মতে, নবীণ প্রজন্ম কর্ণেল মহিম ঠাকুর সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাই নবীণ প্রজন্মের কাছে তাঁকে পৌছে দেওয়াই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর প্রকৃষ্ট মাধ্যম । তিনি বলেন, কর্ণেল মহিম ঠাকুরের জীবনি পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে সহমত পোষণ করছি ।

## চন্দ্রযান-২ এর জন্য নেহেরুকে কৃতিত্ব কংগ্রেসের, পাল্টা কটাক্ষ বিজেপিব

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.) : চন্দ্রযান-২ এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে কৃতিত্ব দেওয়ার দায়ে এবার বিজেপির রোষের মুখে পড়ল কংগ্রেস।চন্দ্রায়ন-২ সফল্যে কৃতিত্ব জওহরলাল নেহেরুকে দিয়ে সোমবার ট্যুইটারে কংগ্রেসের তরফে লেখা হয় যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর রিসার্চের জন্য ১৯৬২ সালে পৃথক তহবিল তৈরি করে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। পরবর্তীকালে এই সংস্থাই ইসরো নামে খ্যাত হয়। এমন দিনে সেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে স্মরণ করা উচিত। ২০০৮ সালে চন্দ্রায়ন-২ এর ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য ড় মনমোহন সিং। এরপরেই বিজেপির তরফে নলীন কোহলি বলেন, আজে ভারত যে অবস্থায় রয়েছে সেই জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীদের কৃতিত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসের ট্যুইট দেখে মনে হচ্ছে তারা শুধুমাত্র জওহরলাল নেহেরুকে কৃতিত্ব দিতে চাইছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা এবং এই বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যাওয়ার জন্য নেহেরু যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই বিষয়ে সকল দেশবাসীকে অবগত করাক কংগ্রেস। তবে নেহেরুর সাফল্য এবং ব্যর্থতা নিয়ে যথাযথ আলোচনা করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে হরিকোটার লঞ্চপ্যাড থেকে ৪৩.৪৩ মিটার লম্বা, ৬৪০ টন ওজনের জিএসএলভি মার্ক থ্রি রকেট (বাহুবলী) চন্দ্রযান-২-কে নিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেঊ ক্রমে পৃথিবী থেকে দূরে সরে চাঁদের আওতায় চলে যাবে চন্দ্রযান-২ঊ একবার চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের আওতায় চলে গেলে অরবাইটার সমেত 'বিক্রম' ল্যান্ডার চাঁদের কক্ষপথে ঢুকে পড়বে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।